তারপর

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দি বুক এম্পরিঅম্ লিমিটেড
১৩৫২

প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রকাশ স্থান—দি বুক এম্পরিঅম লিঃ
২২।১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম—ছ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
মুদ্রণ স্থান—পরিচয় প্রেস
৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

DEDIÉE
A MES AMIS
INGRATS.

সকাল সবে মাত্র হয়েছে, গাছে গাছে পাখী ডাকছে, ভূমধ্যসাগর থেকে ভোরের বাতাস এসে গাছের পাতাগুলো নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। একজন ক্রীতদাস প্যানথিওলের সিঁড়িতে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে। ক্রমশঃ আলো বাড়ছে, পথঘাট ফুটে উঠছে,—তবু সে এল না। লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠল, কী করবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মত চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দূরে দেখা গেল ইলেকট্রা আসছে। মিলো প্যানথিওলের সিঁড়িতে এবার আশ্বস্ত হয়ে বসল। ইলেকট্রা এগিয়ে এল, কিছু বলল না, কেবল হাত নেড়ে পিছু পিছু যাবার ইঙ্গিত করল। একটা মাঠের শেষে খানিকটা জঙ্গলের মত। অনেকক্ষণ চলতে চলতে এইখানে এসে দুজনে থামল। ইলেকট্রা একবার মিলোর দিকে মুখ তুলে তাকাল, মিলোও চেয়ে দেখল। তারপর তারা নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করল। সামনের গাছপালা দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে খানিক-দূর এগিয়ে গিয়ে একটা খোলা যায়গায় একটা গাছের নীচে তারা যখন এসে দাঁড়াল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

ইলেকট্রা

(ভয়ে ভয়ে) মিলো, চল আমরা পালাই।

মিলো

কোথায় যাবে ?

ইলেকট্রা

যেখানে হয়।

মিলো

ধরা পড়লে জান? সিংহের মুখে।

ইলেকট্রা

ধরা পড়ব কেন? বনে বনে ঘুরব। পাহাড়ের ওপর কোন এক জায়গায় ঘর করে বাস করব।

মিলো

পারবে?

ইলেকট্রা

(জোর দিয়ে) আর এক দণ্ড নয়। এখানে থাকতে ভয় করছে,—পারছি না।

মিলো

হঠাৎ আজ কি হল? এরকম পালাতে চাইছ?

ইলেকট্রা

(চোখে যেন একটা বিপদের ছায়া) পালাতে চাইছি,··· না, এখানে···। ভয় করছে। জানি না কেন ভীষণ ভয় করছে।

মিলো

(সস্নেহে) কেন? বেশ তো আছি। অবসর হলেই তোমার ওখানে যাই। বাকি সময়টা বিরহ দিয়ে ভরা। অবসর পেলে তুমি যখন আস,—হঠাৎ যখন কোণের ঘর-খানায় দেখি তুমি আমার বিছানায় বসে রয়েছ,—মনে হয়

যেন অলিম্পাস্ থেকে কোন দেবী নেমে এসেছেন। ইলেকট্রা—ইলেকট্রা এই ক্ষণিক মিলন আর দীর্ঘ বিরহ দিয়ে ভরা দিনগুলো বেশতো কাটছে।

ইলেকট্রা

(অত্যন্ত কাতর ভাবে) না,—মিলো, শোন। যদি আমার মুখ চাও, আমার কথা শোন—এখান থেকে পালাই।

মিলো

তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে যদি বলতে? মনিবদের কাছে যতদিন আছ ভাবনাচিন্তার হাত থেকে অনেকটা রেহাই। সকালে এক মুঠো, রাত্রিতে এক মুঠো খেতে দেবেই; পরতেও দেবে। তারপর, দাঁড়াওনা···ব্যবস্থা করছি। আয়েনাকে জান? সে তোমাদের ওখানে যেতে চায়। ক্যাসাণ্ডার তাকে ভাল-বাসে। সে ওখানে যাবে তুমি এখানে চলে আসবে। কেউ টের পাবে না।

ইলেকট্রা

না, না···তার চেয়ে পালাই। কোন এক বনের ভেতর, ঝরণার পাশে যাহোক করে একখানা ঘর বেঁধে নেব। যতদিন না হয়, গাছের ওপরই রাত কাটিয়ে দেব। মিলো, তুমি কি একখানা ঘর চাও না? একটা ছোট্ট সংসার যেটাকে তুমি নিজের বলতে পারবে,—যেখানে সময় মত কাজ না করলে সিংহের মুখে মরবার ভয় নেই। হয়তো কোনদিন সকালবেলা শুয়ে শুয়ে তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি আমার

চুলগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে খেলা করবে,—আমায় ডাকবে না, এমন কি নড়বে না, পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

মিলো

(হেসে ইলেকট্রার দুটো হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে) লোভ দেখাচ্ছ ? সব বুঝি। ভয় হয় খালি, তুমি সহ্য করতে পারবে না। তোমরা মেয়ে মানুষ, আমরা পুরুষ মানুষ। আমরা মুখ বুজে সহ্য করতে পারি, প্রয়োজন হলে নির্ব্বিবাদে সিংহের দরজাটা খুলে মাথাটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়বে না। মাটি দিয়ে পুতুল গড়ার মত জীবনটাকে গড়তে পারি,—অন্ততঃ ইচ্ছা হলে গড়তে চেষ্টা করে থাকি। তারপর না পারলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব কিছু ভুলে যেতে পারি। ব্যথায় মুখের একটি রেখাও কুঁচকে ওঠে না ;—দেবতাও জানতে পারে না মনটা কতখানি হাহা করে ওঠে। কিন্তু ইলেকট্রা, তোমরা ?—তোমাদের চোখের কোণে একটুতেই যে জল চিক্ চিক্ করে ওঠে। তোমরা তো দরকার হলে হাসতে হাসতে নিজের বুকে ছুরি মারতে পার না। তোমাদের মুখের ওপর যখন ব্যথার কালো মেঘ এসে ছায়াপাত করে তখন আমাদের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে।

ইলেকট্রা

(আশ্বাস দিয়ে) আমি পারব। খালি হাসব। তোমাকে হাসি দিয়ে ভরিয়ে রাখব।

মিলো

ভুল করছ; চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে জানিয়ে দেবে।

ইলেকট্রা

কখনো নয়।

মিলো

তুমি ছেলে মানুষ। আমাদের চোখে, জান, কোন ভাষা থাকে না, কোন ভাব থাকে না; আমরা অত্যন্ত চেপে চলতে পারি। কিন্তু তোমাদের চোখে সব কিছুরই প্রকাশ পাওয়া যায়, অন্ততো তোমার চোখে। ওই কালো চোখে প্রকাশ আছে বলেই ভালবাসি। না হলে পৃথিবী আজ অন্য রকম হত। আমাদের চোখ নিষ্ঠুর, বোবা; তোমাদের একটা মূর্চ্ছনায় ভরা।

ইলেকট্রা

মিলো একটা কথা শোন, আমি বলছি আমি পারব। আচ্ছা বল, একটা সংসার—তোমার একান্ত নিজের হবে, চাও না? ছোট ছোট মুহূর্ত্তগুলি তোমাকে আমাকে ছুঁয়ে যাবে। তার মধ্যে কত কত মুহূর্ত্ত সময়ের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে। বনের মধ্যে তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকবে, আমি তোমাকে গান শোনাব। এই স্বাধীনতা তুমি চাও না! তারপর—তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। আমাদের ছোট্ট সংসার আনন্দে, উৎসবে, কলরবে ভরে উঠবে। মিলো?

মিলো

তারপর? আমাদের সন্তানরা শেষে একদিন ফিরে আসবে, তারাও দাসত্ব করবে। এরকম দাসত্বের পুষ্টি করে লাভ কি?

ইলেকট্রা

(আহত হয়ে) কে বললে? আমাদের সন্তানরা কোনদিন দাসত্ব করবে না, আমাদের হাতে যে ছেলে মেয়ে মানুষ হবে তারা প্রাণ দেবে কিন্তু মাথা নোয়াবে না। এটুকু শিক্ষা অন্ততঃ দিতে পারব। আর এখানে থাকলে—যতদিন না বড় হয় লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে। না হলে মেরে ফেলবে। জান তো? আমাদের ছেলে মেয়ে যদি হয় মনিবকে জানাতে হবে। তাদের যদি খুসি হয় রাখবে, খুসি হয় হুকুম করবে থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। ভেবে দেখ সদ্যোজাতশিশুকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে চারদিক থেকে কুকুর ছেড়ে দেবে—। টাটকা তাজা রক্ত, ফিনকি দিয়ে বার হবে,—আর তারা হাততালি দেবে।

মিলো

(ম্লান মুখে) জান? মাঝে মাঝে মনে হয় বনে পালিয়ে যাই। বনে বনে ঘুরে বেড়ালে একদিন না একদিন ভগবান প্যানের দেখা পাব। হাতে পায়ে ধরে তাঁর কাছ থেকে বাঁশী বাজাতে শিখে নেব। তারপর জান, বাঁশীতে ভুলিয়ে পৃথিবীর সকলকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগরের জলে ডুবিয়ে মারব। মানুষকে দিয়ে ভগবানের কী কাজ করিয়ে নেবার উদ্দেশ্য

ছিল জানি না, তবে মনে হয় উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমাদের সৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে। তুমি লোভ দেখাচ্ছ? আমারও পালিয়ে যাবার যথেষ্ট ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু কী করব। ভয় করে, তোমার ভার কি নিতে পারব? স্রোতের মুখে তুমি ভাসছ, আমিও ভাসছি; দুজনে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

ইলেকট্রা

দুজনে এস হাত ধরে ভাসতে থাকি। ডুবতে হয় দুজনেই ডুবব। ভয় কিসের? এখানে যদি আমরা,—আমাদের যদি এখানে কোন…। আমার ভয় করছে, এরা তাকে মেরে ফেলবে, বাঁচতে দেবে না।

মিলো

তোমার ঐ ভয়! ইলেকট্রা,—ইলেকট্রা,—ভয় কি (বুকের উপর টেনে নিল)? কোন ভয় করতে হবে না। তোমার যদি ছেলে মেয়ে হয় তাকে বাঁচাবার ভার আমি নেব। আমাদের ছেলে মেয়ে হবে আগুন। তারা কারো কাছে মাথা নীচু করবেনা,—তারা পৃথিবীতে এক নতুন যুগ আনবে। ইলেকট্রা—(আরও নিবিড় আলিঙ্গন করে) ইলেকট্রা—তুমি হবে মা। তুমি তাকে মানুষ করবে। ভয় কর না, কোন ভয় নেই।

ইলেকট্রা

কিন্তু যদি জানতে পারে,…যদি মেরে ফেলে…।

মিলো

(হেসে) আচ্ছা তো! কি জন্যে এত ভয় করছ?

তোমার কি এখনই সন্তান হবে? (ইলেকট্রা অর্থ-ভরা চোখে মিলোর মুখের দিকে তাকাল। মিলো থেমে গেল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল) ইলেকট্রা সত্য বলছ? তোমার ছেলে হবে। তুমি মা হবে—। আমি কে হব? (ইলেকট্রা মিলোর বুকের মধ্যে গভীর করে মুখ লুকাল)।

কয়েক মিনিট কাটল, দুজনে কেউ কথা কইল না। মাথা-তোলা গাছগুলো মাঝে মাঝে ডালপালা নেড়ে দুজনকে যেন সজাগ করতে চাইল। শেষকালে মিলো কথা কইল।

মিলো

(অত্যন্ত বিচলিত) তোমাকে নিয়ে কোথায় যাব?

ইলেকট্রা

(আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে, আশায়, আনন্দে) যেখানে নিরাপদ হবে।

মিলো

(ভাবতে ভাবতে)—কিন্তু তোমাকে হাঁটতে হবে। এতে অনিষ্ট হবে। বনের মধ্যে সব সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না। আমায় শিকার করতে, জল আনতে যেতেই হবে। অথচ এরকম সময় তোমাকে একলা বনের মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া—বুঝছ?

ইলেকট্রা

সব বুঝি। কিন্তু এখানে—মিলো, এরা যদি জানতে পারে?

মিলো

ভাবতে দাও—কী করব।…ইলেকট্রা (হঠাৎ আনন্দে) কি নাম দেবে? (ইলেকট্রা মাথা নীচু করে রইল) ইলেকট্রা বল। কী নাম রাখবে? 'লিও' কেমন?

ইলেকট্রা

(মাথা তুলে আনন্দে) কি করে জানলে ছেলে হবে?

মিলো

মেয়ে যদি হয় কী নাম দেবে?…'জুলিয়া' কেমন? (ইলেকট্রা নিঃশব্দে হাসল) ইলেকট্রা, তুমি বল? কী নাম রাখবে?

ইলেকট্রা

(স্মিতহাস্যে) তুমি তো রাখলে।

মিলো

তুমিও বল, যেটা ভাল হবে।

ইলেকট্রা

ঐ থাক না। (মিলোর মুখের দিকে তাকালে)

মিলো

ও চলবে না। তোমায় বলতে হবে, তুমিও বল। যারটা ভাল হবে সেইটে থাকবে।

ইলেকট্রা

'প্যান্' আর 'ইরিন্'।

মিলো

(আনন্দে) চমৎকার। 'প্যান্' আর 'ইরিন্'। 'ইরিন্'

—'ইরিন্' চমৎকার।

ইলেকট্রা

কিন্তু কোথায় যাওয়া যাবে?

মিলোর সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, ইলেকট্রার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল, তারপর মাটিতে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। ইলেকট্রাও পাশে মিলোর কাঁধের ওপর হাত রেখে বসল। ভূমধ্যসাগরের বাতাসে গাছের পাতাগুলো মাঝে ঝির ঝির করে কেঁপে উঠতে লাগল।

—০—

বাগানে হারকিউলেসের মূর্ত্তির নীচে ঠেসান দিয়ে ইলেকট্রা চুপ করে বসে রয়েছে। এলোমেলো বাতাসে চুলগুলো এসে মুখের ওপর পড়েছে। সামনে সবুজ মাঠ, আর আঙুরের ঝোপ। ভূমধ্যসাগরের উদাস বায়ু ইলেকট্রার মনটা অলস করে তুলছিল। পিছন থেকে কারাকলের ছেলে মারশা এসে হাজির হল। মারশা সুপুরুষ।

মারশা

(অবাক হবার ভান করে) কে ইলেকট্রা?

ইলেকট্রা মুখ তুলে ফিরে দেখল। মারশা পাশে গিয়ে বসল।

মারশা

(লম্পটের মত আনন্দে) ইলেকট্রা, তুমি এখানে?

ইলেকট্রা

(ভয়ে, ভয়ে) বসে আছি। ভাল লাগছে না।

মারশা

(ঘনিষ্ঠভাবে) অসুখ করেছে?

ইলেকট্রা

(ছোট্ট করে)—না।

মারশা

ইলেকট্রা এস (দুহাত দিয়ে আরো কাছে টেনে)। ইলেকট্রা, তুমি রোমের সব চেয়ে সেরা আঙুর, তুমি আমার অমৃত।

ইলেকট্রা

(বাধা দিয়ে) আমাকে ছাড়ুন। (নিজেকে মুক্ত করে) আমাকে কী এসব বলছেন।

মারশা

তোমাকে চাই, ইলেকট্রা, তোমাকে চাই।

ইলেকট্রা

(ভয়ে, ঘৃণায়) আমাকে দিয়ে কী করবেন ?

মারশা

(ঠোঁট চেটে) কী করব ? ইলেকট্রা। (হাসতে হাসতে) মানুষ মেয়েদের চায় কেন ? জান না ? ওঠ, আমার সঙ্গে এস। আনন্দই শাশ্বত। চল।

ইলেকট্রা

আমার যদি তারপর কোন সন্তান হয় ?

মারশা

হয় হবে। কি হয়েছে ?

ইলেকট্রা

তাকে মেরে ফেলা হবে ?

মারশা

(চমকে উঠে) মানে। তুমি চাও তোমার জারজ সন্তান

এই পুণ্য রোমের ওপর ঘুরে বেড়াবে ! এইখানে ভগবানের আসন পাতা রয়েছে। এই বিজয়ী রোমে তোমার জারজ সন্তান……তাতো হতে পারে না। রোমের নিয়মে তাকে পশুর মুখে ফেলে দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হবে।

ইলেকট্রা

(দৃঢ়ভাবে) আমায় ক্ষমা করবেন। আপনার কথা শুনতে পারব না।

মারশা

তুমি এত বড় কথা মুখের ওপর বলতে সাহস করছ। (আবার কোলের ওপর টেনে এনে) ইলেকট্রা তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে আমি কত সাহায্য করেছি। আমার কথা শোন। সন্তানে তোমার কী হবে ? লালন-পালনের ভার নিতে হবে, কত ঝঞ্ঝাট। অত গোলমালের মধ্যে যাওয়ার দরকার ? আমার কথা শোন,—তোমাকে প্রধান পরিচারিকা করে দেব। কিছুরই তোমার অভাব থাকবে না। যখন তোমার বয়স হয়ে যাবে তখনও বাড়ীতে থাকবে, তোমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দেব। কেন ভাবছ !

ইলেকট্রা

এরকম ভাবে জীবনটা খরচ করে ফেলতে ভয় করছে। আমি বিয়ে করতে চাই, ঘর সংসার করতে চাই। জীবনটাকে পূর্ণ করে পেতে চাই।

মারশা

(ঔদ্ধত্যে অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে) বিয়ে তো করবে, কিন্তু অনুমতি দেবে কে ? সন্তান বলছ—। জান, ক্রীতদাসের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত বেড়ে গেছে ? এখন যদি তাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়, মেরে ফেলা হবে। তোমার ছেলেমেয়ে হলেও বাঁচবার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না।

ইলেকট্রা

যদি না থাকে নাই থাকল। বিয়েও করব না, আপনাদের পায়ে নিজেকে বিলিয়েও দেব না।

মারশা

ইলেকট্রা সাবধান। যা বলছি শোন। না হলে মৃত্যু নিশ্চয়।

ইলেকট্রা

(দৃঢ়ভাবে) মানুষ কোনদিন মরতে ভয় পায় না ; আর মানুষ মানুষকেও কখনো মৃত্যুর ভয় দেখায় না। পশুরাই মরতে ভয় পায় এবং অপরকে মরবার ভয় দেখায়।

মারশা

(অত্যন্ত রাগে) ইলেকট্রা আজ যা তা বলছ। তোমার ওপর মৃত্যুদণ্ড আনতে পারি জান ?

ইলেকট্রা

দোষ প্রমাণ করতে হবে, বিচার হবে, তারপর মৃত্যুদণ্ড।

মারশা

ক্রীতদাসের বিচার বলে কোন জিনিস এই পবিত্র রোমে

আজ অবধি প্রবেশ করেছে ? যা বলছি শোন। (এক হাত দিয়ে ইলেকট্রার কাপড় খুলতে খুলতে) ইলেকট্রা, কোন ভয় নেই। আমি মারশা। আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি। তুমি আমার রাণী। তোমাকে আমার প্রধান পরিচারিকা করে রাখব। (ইলেকট্রা বাধা দিল না, কেবল দুচোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।) কাঁদছ ? সোজা হও, এদিকে দেখি—।

ইলেকট্রা

(কাতর ভাবে) আমার একটা কথা শুনবেন ? একটা কথা···

মারশা

দাঁড়াও, আগে,···(ইলেকট্রা বাধা দিতে লাগল) ধোরো না, ছেড়ে দাও। (ইলেকট্রার শেষ বস্ত্রটুকু টানতে টানতে) কী করছ, আবার জোর করতে হবে ?

ইলেকট্রা

আমার কথা শুনুন, আগে আপনাকে শুনতেই হবে।

মারশা

শুনব, পরে শুনব, এখন এস।

ইলেকট্রা

না, আপনাকে শুনতেই হবে। যা বলবেন তাই করব। আমার কথাটা আগে শুনুন। পায়ে ধরছি, দেবতাকে সাক্ষী রেখে বলছি যা বলছেন শুনব, কোন আপত্তি করব না।

মারশা

(তীব্র বিরক্তি আর অনিচ্ছার সঙ্গে) তাড়াতাড়ি বলে

নাও। (ইলেকট্রাকে ছেড়ে দিল, ইলেকট্রা উঠে দাঁড়াল।)

ইলেকট্রা

(স্বপ্নাবিষ্টের মত) কাল রাত্তিরে ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম কে যেন এসে বলে গেলেন, আজ সকালে এই হারকিউলেসের নীচে এসে যেন বসে থাকি। (ইলেকট্রার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছে, কাপড় জামা মাটিতে পড়ে, বিবস্ত্রতার জন্য কুণ্ঠিত লজ্জা কেটে যাচ্ছে, সারা দেহে ফুটে উঠছে এক নির্ভীক গাম্ভীর্য্য)। সকাল বেলা এসে বসেছিলাম। অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছি, এমন সময় সামনে কে একজন এসে দাঁড়াল। তাঁর দেহ হতে আলো বার হচ্ছে,—তিনি দেবী। তাকাতে পারলাম না ; তিনি আরো কাছে এগিয়ে এলেন, আমার কাছে এসে মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, ইলেকট্রা আমি মার্টিয়া, তোমাকে আমার সহচরী করে নিতে চাই। তুমি আমার সহচরী হবে। প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ কোরো, আমি দেখা দেব। বিয়ে কোরো না, কোন পুরুষের কাছে যেও না। আমার কথা যদি অমান্য কর তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু হবে, আর তোমার প্রণয়ী চিরজীবন অন্ধ নপুংসক হয়ে থাকবে। অনুমতি দিলে তুমি যা খুসি করতে পারবে, কিন্তু যতদিন আমার সহচরী থাকবে আমার কথা অমান্য করতে সাহস কর না। তোমার ভাল…(বলতে বলতে ইলেকট্রা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।)

মারশা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে বিবস্ত্র সংজ্ঞাহীন ইলেকট্রার দিকে চেয়ে বসে রইল। ইলেকট্রার দেহটা নিশ্বাসের

সঙ্গে উঠছিল আর নামছিল। কিছুক্ষণ স্থাণুর মত বসে থেকে মারশা যেন ভয় পেল।

কাপড়খানা তুলে ইলেকট্রার কোমরের ওপর চাপা দিয়ে, পরাজয়ের গ্লানি বহন করে স্খলিত পায়ে ফিরে গেল। ইলেকট্রা হারকিউলেসের মূর্ত্তির নীচে পড়ে রইল! একটা লিনেট্‌ হারকিউলেসের কাঁধের ওপর উড়ে এসে বসল।

—o—

একটা ছোট ঘর। পায়রার ঘরের মত আলো যায় না। ইলেকট্রা বিছানায় শুয়ে। ইলেকট্রার পাশে একটি ফুটফুটে মেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। ইলেকট্রার মুখ ভাবনায় কালো হয়ে উঠেছে। এমন সময় মিলো নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখে মিলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক মিনিট মেয়েটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ইলেকট্রার পাশে গিয়ে বসল।

ইলেকট্রা

(আনন্দে) এসেছ, কে খবর দিল?

মিলো

ক্যাসাণ্ডার। তোমার শরীর কেমন? গায়ে জোর পাচ্ছ?

ইলেকট্রা

প্রথম দু'দিন শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। আজ একটু ভাল মনে হচ্ছে।

মিলো

(উৎকণ্ঠায়) এখানে কেউ জানতে পারে নি?

ইলেকট্রা

(গম্ভীর হয়ে) না। আমরা কাকেও জানতে দেইনি। ভিরো বলে এসেছে অসুখ করেছে। আয়েনা আসবে না ?

মিলো

এখনি আসতে চায়। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাব কী করে। তুমি হাঁটতে পারবে না।

ইলেকট্রা

(ভীত চোখে) এখানে মনে হচ্ছে যেন চারধারে কী ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন বলে দিয়ে এসেছে। ওরা যেন ছুটে আসছে। মিলো, তোমার ওখানে চল। তোমাকে দেখতে পেলে মনটা একটু স্থির হয়।

মিলো

(ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কতার সঙ্গে) ওখানেও তো ভয় রয়েছে। জানতে পারলে ওখানেও—

ইলেকট্রা

ওখানে কি থাকতে যাচ্ছি ? তুদিন থাকব, বার হব না। তারপর পালিয়ে যাব। কোন বনের ভিতর গিয়ে একটা ছোট ঘর তুলে···সেখানে আমরা তিনজন। সেটা হবে তোমার সংসার। সেখানে সব সময় তোমার পাশে পাশে থাকব।

মিলো

কিন্তু ওরা তো খুঁজতে পাঠাবে। বনে বনে যে প্রহরীরা ঘুরে বেড়ায় তারা দেখতে পেলে ধরে নিয়ে আসবে। তখন ?

ইলেকট্রা

দেখতে পেলে ধরে আনবে। (ভাবতে ভাবতে) আমরা এমন যায়গায় থাকব যেখানে কেউ যাবে না। বুনো লোকের মত থাকব। চিনতে পারবে না। মনে করবে অসভ্য।

মিলো

বুঝছনা,—তারপর ওর কী হবে? ও বড় হবে; বনেই যদি থাকতে হয়, কোন অসভ্য একদিন এসে টেনে নিয়ে যাবে। ওর ওপর অত্যাচার করবে।

ইলেকট্রা

(জোর দেবার চেষ্টা করে) আমরা রয়েছি, হতে দেব কেন?

মিলো

(ম্লান হেসে) আমরা তো চিরকাল নই। এমন একটা সময় আসবে, যখন ঐ মেয়েও চাইবে তোমার মত আর এক মিলোকে।

ইলেকট্রা

(হাসি মাখা চোখে মিলোর দিকে একবার তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে) তুমি এখানে থাকতে চাও, বুঝেছি। কিন্তু এখানে বিপদ কত দেখ। এখানে থাকা অসম্ভব।

মিলো

সে বুঝেছি; এখান থেকে যেতে হবে তাও জানছি। কিন্তু কী করব, কোথায় যাব কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

ইলেকট্রা

যদি কোন অসভ্যকেই বিয়ে করে করুক। তার কাছে যদি কষ্ট পায়, যদি অত্যাচার সহ্য করতে হয় হোক। কিন্তু সহরের এই সভ্য সমাজে এসে অপরের দাসত্ব, প্রমোদগৃহে প্রভুদের মনোরঞ্জন……।

মিলো

জানি।—চোখে দেখছি—।

ইলেকট্রা

(ঘৃণায়)—কেবল তাই? মনিবের বাড়িতে যে কেউ এসে যদি আমাদের কাকেও ডাকে, তখনি যেতে হবে। না বলবার উপায় নেই, তাহলেই মৃত্যু। আমায় যে কতবার ধরেছে। কেবল বিশ্রী রোগ আছে বলে ছাড়া পেয়েছি।

মিলো

রেহাই পাবার তোমাদের ঐ একমাত্র উপায়?

ইলেকট্রা

(ম্লান হয়ে) কী করব? রোগ আছে বললে কোন ভাল কাজ করতে দেবে না। খালি খাটাবে, জল তোলাবে, বাসন মাজাবে। প্রাণ বধ করে দেবে।

মিলো

(বিমর্ষ) বুঝছি সব, চোখ রয়েছে দেখতেও পাই।

ইলেকট্রা

আয়েনা তবে কবে আসছে?

মিলো

আরো দুএকদিন যাক।

ইলেকট্রা

মারশা যদি জানতে পারে আমার অসুখ করেছে এখনি ছুটে আসবে। জানাজানি হয়ে যাবে। ভয়ানক ভয় করছে।

মিলো

মারশা কে?

ইলেকট্রা

(ঘৃণায়) মনিবের ছেলে।

মিলো

কারাকালের ছেলে?

ইলেকট্রা

(ঘৃণায়) মারশা, সেই বলেছিলাম, এখনও আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়। কত কী বলে। বেশ মজা চলেছে। আমি এমন করি যেন ওকেই পূজা করি, ও যেন আমার ঠাকুর। ওকে কী বলেছি জান? মারটিয়া স্বপ্ন দিয়েছেন আমি যেন কোন পুরুষের কাছে না যাই। তাহলে আমায় তখনি মরতে হবে, আর তাকে সারা জীবন অন্ধ, নপুংসক হয়ে কাটাতে হবে।

মিলো

(ম্লান হাসি হেসে) বিশ্বাস করেছে?

ইলেকট্রা

সে কি করতে চায়। তোমায় বলিনি? মারটিয়া বলেছেন

তিনি আবার স্বপ্নে জানিয়ে দেবেন কখন আমি বিয়ে করতে পারব। মারশাকে বলেছি যেদিন স্বপ্ন পাব সেইদিনই মারশার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। সেদিন থেকে প্রত্যহ তাকে সন্তুষ্ট করে আসব।

মিলো

তুমি সত্যই অদ্ভুত। এ রকম গল্প কি রকম করে তৈরী করলে?

ইলেকট্রা

কি জানি। যা বলি লোকে বিশ্বাসও করে। কিন্তু যদি জানতে পারে মেয়ে হয়েছে, ওকে তো…। আমাকেও ছেড়ে দেবে না। বুঝছ অবস্থা? এখান থেকে এই মুহূর্তে পালিয়ে চল।

মিলো

(ভয়ে ভয়ে) কিন্তু দেবীর নামে মিথ্যা বললে…।

ইলেকট্রা

উপায় নেই। মিথ্যা না বলে নিজেকে বাঁচাতে পারতাম না।

মিলো

(গভীর বেদনায়) নাইবা বাঁচালে। মারশার সঙ্গে থাকতে। তার প্রাসাদে ঐশ্বর্যের মধ্যে কোন কষ্ট পেতে না।

ইলেকট্রা

(দুঃখে, ঘৃণায়) তুমি এই কথা বললে! কষ্টকে ভয় করি না, ভয় করি সহজ সুখকে। মারশার প্রাসাদে বাস করতে পারতাম যদি তার সাথে সমান অধিকার পেতাম; সে যদি সত্যই ভালবাসত। কিন্তু এ ভালবাসা নয়—এ কেবল লাম্পট্য।

মিলো

(অন্যমনস্ক) আয়েনাকে গিয়ে বলি ; ক্যাসাণ্ডার (মেয়েকে দেখিয়ে) ওকে নিয়ে যাক আর আয়েনাকে নিয়ে আসুক। ক্যাসাণ্ডার ফিরে এলে তোমাকে নিয়ে যাব, কেমন ?

(উত্তরে ইলেকট্রা কেবল মিলোর হাতটা দুহাতে চেপে ধরল, মুখখানা তার হাসিতে ঝলমল করে উঠেছে।)

ও কখন উঠবে ?

ইলেকট্রা

কি করে বলব।

মিলো

কোলে নিতে ইচ্ছা করছে। কী নাম রাখবে ?

ইলেকট্রা

কেন 'ইরিন্' (মিলোর মুখের দিকে চাইল)।

মিলো

ও 'ইরিন্'—মনে পড়েছে। ইরিন্, ই-রিন্, ই-রিন্।

ইলেকট্রা

তুমি ওঠ তাড়াতাড়ি। (হাত ছেড়ে দিল)

মিলো

উঠছি, ওকে তোল। একটু দুধ খাওয়াবে না ?

ইলেকট্রা

এই খেয়েছে, এখন খাবে না।

মিলো

খাবে, দাও না। দেখব তোমায় কেমন দেখায়। মা হয়েছ।

ইলেকট্রা হাসতে হাসতে মেয়েকে বুকের ওপর তুলে নিল। মিলো ইলেকট্রার বুকের ওপর হতে কাপড়খানা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল। ইলেকট্রা মিলোর দিকে মেয়েটিকে নামিয়ে, ফিরে শুয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল। মিলো মেয়েটির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কয়েক মিনিট কাটল, মেয়েটি আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ইলেকট্রা

(হেসে) দেখলে ? বললাম এখন খাবে না।

মিলো

ইলেকট্রা, ভাবিনি তুমি আমাকে এতখানি সুখী করবে। প্রথমত তোমাকে পেয়েছি, তারপর তুমি এনে দিলে ইরিন্‌কে। ইলেকট্রা—

ইলেকট্রা

(তাড়া দিয়ে) ওঠ, ক্যাসাণ্ডারকে খোঁজ কর।

মিলো

কোথায় খুঁজব ?

ইলেকট্রা

বাইরে অনেক লোক রয়েছে, একে ওকে জিজ্ঞাসা কর।

মিলো

কিন্তু ক্যাসাণ্ডারের হাতে ওকে দিতে ইচ্ছা করছে না।

ইলেকট্রা

(আগ্রহে আশঙ্কায়)—কেন ?

মিলো

ইচ্ছা করছে কোলে করে নিয়ে কেবল আদর করি। কারো কোলে যেতে দিতে হিংসা হচ্ছে।

ইলেকট্রা

(হেসে)—আমার কোলে ?

মিলো

হুঁ।

ইলেকট্রা

ওকে নিয়ে যাও, তুমিই ওকে মানুষ কর। দুবেলা দুধ খাইও। (ইলেকট্রার মুখে দুষ্টামি ভরে উঠল)।

মিলো

(হাসতে হাসতে) সেইজন্যই তোমাকে চাই। তোমাকে সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে দেব। আমি হালকা মেঘ হয়ে আকাশে ভেসে থাকব, তোমাদেরই ওপর ছায়া করে থাকব ? ক্যাসাণ্ডারকে ডাকি ?

ইলেকট্রা

দেরী কোরো না, ওঠো।

মিলো

(ভাবতে ভাবতে) ক্যাসাণ্ডার ওকে নিক, আমি তোমাকে নেব ; দুজনে এক সঙ্গে যাব। কেমন ?

ইলেকট্রা

(আনন্দে)—সেই ভাল কথা। তাই কর।

মিলো উঠে ঘর থেকে বার হয়ে এল, ইলেকট্রা দরজার দিকে চেয়ে রইল। মুখে তার অপরিসীম আনন্দ।

রোমের সিনেট। বাইরে নানা লোকে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। কর্মমুখর সহরের ব্যস্ততা ছাড়া আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য করবার নেই। সিনেটের ভেতর লোক সমাগম হয়েছে, তবে খুব বেশি নয়। মাঝখানে খেলা দেখাবার বিরাট 'এরিনা'। তার একধারে উঁচুতে রোমের কর্মকর্তাদের আসন। 'এরিনা'র বাকি দিকে দর্শকদের স্থান। কারাকাল, মারশা, মিলোর মনিব আয়ামাস, এবং এছাড়া লিভার, নারভা, পারমিনিয়ন ইত্যাদি বহু ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছে। ইলেকট্রার কোলে ইরিন্‌, চুপ করে বসে আছে। ইলেকট্রার কোমরে, পায়ে শিকল বাঁধা। কিছুদূরে মিলো, ক্যাসাণ্ডার, আয়েনা এবং আরও অনেকে বসে রয়েছে।

আয়ামাস

(উঠে দাঁড়িয়ে) ইলেকট্রা ঐ মেয়েটিকে নিয়ে আমার বাড়ির মধ্যে কখন যে প্রবেশ করেছিল জানি না। কাল সকাল বেলা জানতে পারি। চাকরদের জিজ্ঞাসা করায় বলেছে আগের দিন রাত্তিরে আমার বাড়িতে জোর করে প্রবেশ করে। তারা তাছাড়া কিছু জানে না বলছে। আমি ইলেকট্রাকে মহামান্য কারাকালের হাতে সমর্পণ করছি। আমার ক্রীতদাস নরনারীর মধ্যে ইলেকট্রা বলে কেউ কোন দিন ছিল না। মহামান্য কারাকাল বলছেন ইলেকট্রা তাঁর পলাতক ক্রীতদাসী। আমি তাঁর দাবী অনুসারে ইলেকট্রাকে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। (আয়ামাস বসল)

কারাকাল

(উঠে দাঁড়িয়ে) ইলেকট্রা আমার একজন ক্রীতদাসী। প্রায় মাস খানেক সে পালিয়েছিল। পাওয়া যাচ্ছিল না। মহামান্য আয়ামাসের প্রাসাদে সে আশ্রয় নিয়েছে জানতে পেরে তাঁকে সংবাদ দেই। তিনি যে কষ্ট স্বীকার করে আজ ইলেকট্রাকে আমার হাতে দিয়ে গেলেন তার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। (কারাকাল বসল)।

মারশা

(লাফ দিয়ে উঠে) এইবার বিচার আরম্ভ হোক।

পারমিনিয়ন

(উঠে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রার দিকে ফিরে)—তোমার নাম ?

ইলেকট্রা

ইলেকট্রা।

কারাকাল

(রাগে চিৎকার করে) উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে হয়।

ইলেকট্রা

(ভ্রূক্ষেপ না করে)—পা বাঁধা রয়েছে, খুলে দেওয়া হোক।

পারমিনিয়ন ক্রীতদাসদের ইঙ্গিত করল। ক্যাসাণ্ডার এগিয়ে এসে অত্যন্ত রূঢ়তার সঙ্গে পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে চুপি চুপি···

ক্যাসাণ্ডার

ইলেকট্রা, সাবধানে বুঝে কথা বল, মাথা ঠিক রেখে উত্তর দাও।

বাঁধন খুলে দিয়ে ক্যাসাণ্ডার যেখানে বসে ছিল সেইখানে গিয়ে বসল।

পারমিনিয়ন

ও কার মেয়ে—?

ইলেকট্রা

আমার।

পারমিনিয়ন

ওর বয়স কত ?

ইলেকট্রা

এক মাস সাত দিন।

পারমিনিয়ন

তোমার বিয়ে হয়েছে ?

ইলেকট্রা

(জোর দিয়ে) হয়েছে।

পারমিনিয়ন

কে অনুমতি দিয়েছিল ?

ইলেকট্রা

কেউ নয়।

পারমিনিয়ন

সুতরাং ও মেয়ে জারজ।

ইলেকট্রা কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। ক্যাসাণ্ডার আর মিলোর দিকে একবার তাকাল, তারপর চুপ করে গেল।

পারমিনিয়ন

ও মেয়ের পিতার নাম?

ইলেকট্রা চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মারশা

উত্তর চাই। ক্যাসাণ্ডার, চাবুক বার কর।

ইলেকট্রা

ডিওথিয়াস্—।

পারমিনিয়ন

কে ডিওথিয়াস্?

ইলেকট্রা

আমাদের সঙ্গে কাজ করত।

পারমিনিয়ন

(কারাকালকে)—কে ডিওথিয়াস্—?

কারাকাল

(খানিক ভেবে) ডিওথিয়াস্—ডিও—সেই পাঁচ-ছমাস আগে যেটা মারা যায়?

ইলেকট্রা

ডিওথিয়াস্ ও বছর পূজার উৎসবে মারা গেছে।

পারমিনিয়ন

তুমি জান ওই মেয়ের কী ব্যবস্থা হবে?

ইলেকট্রা চুপ করে রইল।

পারমিনিয়ন

ঐ মেয়েকে কুকুরের মুখে দেওয়া হবে।

ইলেকট্রা শিউরে উঠল। ওদিকে মিলো লাফ দিয়ে উঠেছিল, পারমিনিয়নকে মেরে বসত। ক্যাসাণ্ডার এবং অপর একজন ক্রীতদাস বসিয়ে রাখল।

পারমিনিয়ন

তোমার কতগুলো দোষ জমা হয়েছে জান ? তুমি প্রথমে (ইলেকট্রা একবার মুখ তুলল, দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে) পালিয়েছিলে। দ্বিতীয় বলছ বিয়ে করেছ এবং তাই যদি করে থাক অনুমতি নাওনি। তৃতীয় ঐ মেয়ের মৃত্যুর কারণ তোমার অদম্য কামপ্রবৃত্তি। জারজ শিশু সমাজে স্থান পেতে পারে না।

মারশা

(চোখ পাকিয়ে) ক্রীতদাসীর বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। যে আবার গণিকাবৃত্তি করে সমাজে অনাচার ডেকে আনে, এ রকম ক্রীতদাসীর বিচারের প্রয়োজন আছে ? সে বিচারের যোগ্য। তাকে আমার হাতে দেওয়া হোক। তাকে ক্রমশ মৃত্যুর পথে ভালভাবেই চালান দিতে পারব। শাস্তি কী জিনিস জানে না। সেটা জানাবার ভার আমিই গ্রহণ করছি। যেন পরলোকে গিয়েও কোন কুকাজ করতে হলে আগে নিজের পিঠের ওপর একবার হাত বুলিয়ে দেখে।

পারমিনিয়ন

(মারশার দিকে ফিরে) আপনি কী শাস্তির ব্যবস্থা করবেন ?

মারশা

যে রকম শাস্তি পাবার উপযুক্ত, যে রকম শাস্তি দিলে আর কেউ ও রকম অনাচার করতে সাহস করবে না।

নারভা

আমার মনে হয় সিংহের ব্যবস্থা করাই ভাল। আমার সিংহটা বহুদিন মানুষের মাংস খায়নি। সিংহটা একেবারে রোগা হয়ে গেছে।

মারশা

(বাধা দিয়ে)—আপনার সিংহের জন্য শাস্তি বন্ধ রাখতে হয়, শাস্তিটা ঠিকমত হয় না। বহুবার বহুলোককেই সিংহের মুখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও এরকম অনাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না। এবার এমন কোন শাস্তি দিতে হবে যাতে ফল হয়, সকলের যাতে জ্ঞান হয়।

নারভা

আপনি সিংহের চেয়ে আরো কঠিন কী ব্যবস্থা করবেন?

মারশা

অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখব, রোজ একটু করে খেতে দেব যাতে মরে না যায়। সকাল বিকেল দুবেলা গায়ে গরম ছুঁচ ফোটাব। মাঝে মাঝে গায়ে গরম তেল ঢেলে দেব। যাতে না মরে সে ব্যবস্থাও করব। একজন সামান্য ক্রীত-দাসীর এতখানি স্পর্ধা যে সে নিজের খুশি মত কাজ করবে!

নারভা

(দুঃখিত হয়ে) কিন্তু আমার সিংহটা...।

মারশা

(আশ্বাস দিয়ে) আপনার সিংহের জন্য ভাবতে হবে না। যখন দেখব আর বেশি বাকি নেই তখন সিংহের ব্যবস্থা করলেই হবে।

নারভা

আমার সিংহ হাড় খায় না।

মারশা

সে একটা অন্য ব্যবস্থা করলেই হবে। (পারমিনিয়নকে) এখন মেয়েটার ব্যবস্থা হোক। দেরী করে লাভ কি ?

পারমিনিয়ন

দেরীর কিছুই নেই। কিন্তু মেয়েটাকে কুকুরের মুখে কে দেবে ? ওকে কে ছোঁবে ?

মারশা

কে আবার দেবে ? ওই নিজে দেবে।

পারমিনিয়ন একজন ক্রীতদাসকে ইঙ্গিত করল। সে উঠে 'এরিনা'র মধ্যে নেমে গেল। 'এরিনা'র ভেতর একটা খাঁচা ইতিমধ্যে এনে রাখা হয়েছিল! খাঁচার মাথার ওপর উঠে গিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। যমদূতের মত রক্তচক্ষু তিনটা বুনো কুকুর লাফাতে লাফাতে খাঁচার মধ্য থেকে বার হয়ে এল।

পারমিনিয়ন

(ইলেকট্রাকে)—ওকে ফেলে দাও।

ইলেকট্রা নিস্তব্ধ হয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল। সভা হঠাৎ যেন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

মারশা

(ক্যাসাণ্ডারকে) চাবুক নিয়ে এস।

ক্যাসাণ্ডার চাবুক এনে দিল। মারশা ইলেকট্রার পেছনে এসে সপাং করে একঘা চাবুক মারল। ইরিনকে কোলে করে নিয়ে ইলেকট্রা ঠিক তেমনি কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল। আবার চাবুক মারল। ইলেকট্রা তবুও সেই রকম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নারভা

(উৎসাহ দিয়ে) ওতে কিছু হবে না, আরো জোরে।

পারমিনিয়ন

(বাধা দিয়ে) সব চেয়ে সুবিধা হয় কোন ক্রীতদাস যদি ওটাকে ফেলে দেয়। নিজে মরেও যাবে তবু মেয়েকে ছাড়বে না।

মারশা

দেখাচ্ছি ছাড়ে কি না ছাড়ে। (প্রাণপণে চাবুক মারতে লাগল, ইলেকট্রার পিঠ দিয়ে ফেটে ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে) তেজ দেখেছ, একটু কাঁদছেও না, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়ছে না!

পারমিনিয়ন

ও রকম করে হবে না। (ক্রীতদাসদের) তোমাদের মধ্যে কে রাজি আছ এগিয়ে এস। তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। (সমস্ত ক্রীতদাস মুখ নীচু করে বসে রইল।)

মারশা

ক্যাসাণ্ডার, এদিকে এস।

ক্যাসাণ্ডার

(এগিয়ে এসে কাতর ভাবে) আমি ছুঁতে পারব না। আপনার পায়ে পড়ছি আমায় বলবেন না!

মিলো

(উঠে এসে) আমি রাজি আছি।

মিলোর গলা শুনে ইলেকট্রা চমকে উঠল, ফিরে চেয়ে দেখল মিলো তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মারশা

রাজি আছ? দেরী করছ কেন?

মিলো

(ইলেকট্রাকে)—দাও।

ইলেকট্রা কাঁপা হাতে ইরিনকে একবার বুকের ওপর নিবিড় করে চেপে ধরল। ইরিন কেঁদে উঠল। তারপর মিলোর হাতে তুলে দিল।

মারশা

দেরী করছ! তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—

মিলো ইরিনের মুখের দিকে একবার তাকাল। মিলোর কোলে ইরিন ইতিমধ্যে হাসছে। তারপর ছুঁড়ে এরিনার মধ্যে ফেলে দিয়ে সেইখানে সে বসে পড়ল। ইলেকট্রা ওপাশে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—০—

পাহাড়ের ওপর এক বনের মধ্যে একটা গাছের নীচে ইলেকট্রা আর মিলো বসে। তাদের সামনে একজন অসভ্য পাহাড়ী হাতে একটি মোটা লাঠি নিয়ে বসে রয়েছে।

মিলো

তুমি পারবে?

পাহাড়ী

চেষ্টা করব

মিলো

চেষ্টা নয়। জান না সেখানে কি রকম পাহারা, আর কতখানি সাবধানে সেখানে যেতে হবে।

ইলেকট্রা

কিন্তু কাকে মারবে?

মিলো

আগে মারশাকে, তারপর আর সকলকে একে একে মারতে হবে। মেরে শেষ করে দিতে হবে।

ইলেকট্রা

সকলকে মারা সম্ভব নয়। একজন দুজন, খুব বেশি যদি হয় আটদশজনকে মারতে পার। তার বেশি অসম্ভব।

মিলো

আমিও আছি।

ইলেকট্রা

তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখবে আবার মারবে এ সম্ভব?

মিলো

(বাধা দিয়ে) সম্ভব আর অসম্ভব ভাবতে হলে কোন কাজই হয়ে উঠবে না।

ইলেকট্রা

(বোঝাতে চেষ্টা করে) পাগলের মত যা তা বকে লাভ। দুজনে কটা লোককে মারতে পারবে? আর তাদের মারলেই

যে এই অবস্থার একটা পরিবর্তন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্য একদল এসে চেপে বসবে। নয়তো নিজেদের ঐখানে চেপে বসে অপরের ওপর অত্যাচার চালাতে হবে।

মিলো

তাহলে কিছুই বলবে না বলতে চাও? কোন শাস্তি দেবে না?

ইলেকট্রা

আমি বলি তার চেয়ে এসনা, এই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট সংসার গড়ে তুলি।

মিলো

ওদের তাহলে কিছুই বলতে চাও না?

অসভ্য

ওরা দিন দিন তাহলে অত্যাচার বাড়াবে।

ইলেকট্রা

আমরা যদি সেখান থেকে সকলে চলে আসি, যদি এইখানে সকলে মিলে এক নতুন সহর গড়ে তুলি ওরা কার ওপর অত্যাচার করবে? তাদের শাসন করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন ততখানি শক্তিতে এই পাহাড়ের ওপর একটা নতুন রাজ্য গড়ে তোলা যাবে না?

মিলো

(বাধা দিয়ে) নতুন রাজ্য তারা গড়তে দেবে না। পাশাপাশি দুটি রাজ্য মোটেই হতে দেবে না।

অসভ্য

একটা রাজ্য এখানে যদি আমরা গড়েই তুলি এখানেও ঠিক ঐরকম অত্যাচার চলতে থাকবে। যারা দাস থাকবে তাদের ওপর অবিচার হবেই।

ইলেকট্রা

আমরা যে রাজ্য গড়ে তুলব সে ওদের মত হবে না। এখানে সকলে স্বাধীন থাকবে। কেউ ছোট বড় থাকবে না। সকলের মধ্যে প্রীতির একটা অখণ্ড বন্ধন থাকবে। বিপদে আপদে সকলে সকলের সাহায্য করবে। আমরা যে রাজ্য গড়ে তুলব তার মধ্যে অত্যাচার থাকবে না, থাকবে স্নেহ আর ভালবাসা।

মিলো

তোমার রাজ্য তুমি গড়ে তোল কোন বাধা দিচ্ছি না। অত্যাচারীদের শাস্তি আমি দেব। আমাকে বাধা দিও না।

ইলেকট্রা

সে সম্ভব নয়। তুমি যদি পাশে না থাক আমি কি কিছু গড়তে পারব? তুমি ভাবছ তুমি তাদের হত্যা করতে পারবে। তোমার পাশে যদি আমি না থাকি তুমিও কি অতখানি বিপদের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারবে?

মিলো

(জোর দিয়ে) পারব। সব কিছু পারব। কেবল তোমার অনুমতি চাই।

ইলেকট্রা

অনুমতি আমি দিতে পারব না।

মিলো

ভেবে দেখ ইরিনকে। ছোট্ট শিশুকে ধর্মের নামে কুকুরের মুখে দিয়েছে।

ইলেকট্রা

যখন তাকে তুলে দিলে তখন একটুও বিচলিত হওনি। আজ তার প্রতিশোধ নেবার জন্য এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

মিলো

সেটা বিচলিত হবার সময় নয়। আমরা, জান, মরতে যখন হবেই বুঝি তখন তো সহজ ভাবেই গলা বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। একটুও পিছিয়ে যাই না। আর যদি সুবিধে পাই প্রতিশোধ নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াই। পিছু হাঁটতে তখন মোটেই রাজি নই। তোমরা কেবল-চোখের-জলে সব কিছু করে ফেলবে ভাব।

ইলেকট্রা

আমি তখন মোটেই কাঁদিনি।......

মিলো

বাকি কিছুই ছিল না।

ইলেকট্রা

আমায় তুমি একটুও শান্তি দিতে চাও না?

মিলো

যা চাও কোনদিন বাধা দিয়েছি?

ইলেকট্রা

এইখানে একটা ছোট্ট সংসার গড়ে তুলতে তবে আমাকে সাহায্য কর। আমরা, আরো কত লোক আসবে, সকলে মিলে এইখানে একটা সহর গড়ে তুলব। মারামারি করে লাভ নেই। যা হবার হয়েছে।

অসভ্য

পাহাড়ে যারা বাস করে তাদের নিয়ে সহর গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এরা ঘর সংসার চায় না। পাখীর মত এরা গাছে থাকে। ক্ষিধে পেলে জন্তুর মত শিকার করে খায়। এরা আকাশের মেঘের মতন খেয়ালী। এদের দিয়ে মারামারি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কোন পরিকল্পনা করে কাজ সম্ভব হবে না। এরা সহর গড়তে পারবে না।

ইলেকট্রা

এদের নিয়ে যুদ্ধ তাহলে অসম্ভব। (মিলোকে)—শুনছ?

মিলো

তোমার সহর গড়াও যে সম্ভব তাও দেখছি না।

ইলেকট্রা

উপায়?

অসভ্য

দুজনেরই ইচ্ছে মস্তবড় কিছু একটা করতে। দুজনের কাজেই অনেক বাধা অনেক বিপদ। যেটা হয় একটা ঠিক করে ফেলুন। তারপর সেই মত চেষ্টা করা যাবে।

মিলো

আপনার কোনটা ভাল মনে হয়?

অসভ্য

আমার সঙ্গে আপনাদের মতের মিল হবে না।

ইলেকট্রা

এস দেবতার কাছে প্রার্থনা করি। তিনি কী বলেন…।

মিলো

(বাধা দিয়ে) দেবতারা কবে উত্তর দেবেন? দেবতারা উত্তর দেবেন কিনা তার কোন ঠিক নেই। ইলেকট্রা, তুমি যদি রাজি হও। মিলোর বুকে কতখানি জোর আছে দেখিয়ে দেব। কি করে চাবুক চালাতে হয় তাও মারশাকে শিখিয়ে দেব।

ইলেকট্রা

সব বুঝছি। কিন্তু আমি……আমার মন কিছুতেই সায় দিতে চাইছে না। তার চেয়ে এস আমরা এই বনেই থেকে যাই। এই অসভ্যদের দলে অসভ্য হয়ে যাই। এরা অন্তত ন্যায়বিচারের নামে কুকুরের মুখে ফেলে দেয় না। এরা ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলে তবে তাকে হত্যা করে!

অসভ্য

আমাদের দলে আসতে হলে……আপনারা পারবেন? গাছে গাছে থাকতে হবে। শিকার না পেলে ফল খেতে হবে। তাও না মিললে উপোস করতে হবে। আর আপনাদের কোমরে কি ঐ রয়েছে ওসব ফেলে দিতে হবে।

মিলো

এ আমাদের কাপড়। এ না ফেলে দিলে চলে না?

অসভ্য

আমরা পাহাড়ে থাকি এখানে কেউ ঐ কাপড় জড়ায় না। যদি কেউ সহরের লোকের মত কাপড় জড়ায় তাকে পাগল বলা হয়। আর সহরের লোকেদের শুনেছি, ঐ আপনাদের কি কাপড় নিয়েও আবার মারামারি হয়। আমাদের মধ্যে ঐ রকম বর্বরতা ঢুকতে দিতে চাইনে।

ইলেকট্রা

তাই হবে। চল তোমাদের দেশেই থাকব। তোমাদের লোক হয়ে যাবে চল।

ইলেকট্রা উঠে কাপড়খানা খুলে ফেলে দিল। মিলোও উঠে নিজের কাপড়খানা খুলে ফেলে দিল।

অসভ্য

(উঠে, পথ দেখিয়ে আগে আগে)—এই পথে—।

শিবনারায়ণ দাসের লেন। বারটার সময় একফালি রোদ গলির মধ্যে নামে। তাও কয়েক মিনিটের জন্য। এই গলির মধ্যে মার্তণ্ডবাবুর বাড়ি। মার্তণ্ডবাবু ক্‌থগ অফিসের বড় বাবু। ইলা, ঘুরিয়ে কাপড় পরা, হাতে একটি ব্যাগ, বাড়ির নম্বর মেলাতে মেলাতে মার্তণ্ডবাবুর দরজায় এসে দাঁড়াল। নম্বরটা একবার ভাল করে দেখে, দরজায় ধাক্কা দিল। চাকর এসে দরজা খুলল।

চাকর

কাকে খুঁজছেন?

ইলা

মার্তণ্ডবাবু আছেন?

চাকর

আছেন, আসুন। (পাশের ঘরের দরজাটা ভাল করে খুলে ধরে) বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

ইলা নির্দেশ মত গিয়ে বসল। চাকরটি বাড়ির ভেতর চলে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে একজন ভদ্রলোক, একখানা মিহি কালাপেড়ে ধুতি পরা, নেমে এল। বয়স তার পঞ্চাশের কম নয়। মুখের ওপর গঙ্গারাম গঙ্গারাম একটা ছাপ, আর তার সাথে একটা বখাটে নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত। এই দুটো মিশে মুখখানা জঘন্য করে তুলেছে। ইলাকে দেখে, একটু সোজা হয়ে, দরজাটা এক হাতে ভেজিয়ে—

মার্তণ্ড

কাকে চান আপনি ?

ইলা

মার্তণ্ড বাবুকে।

মার্তণ্ড

কি বলুন।

ইলা

আপনি ? (উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে) আপনার কাছে এসেছিলাম......

মার্তণ্ড

বসুন, বসুন। (নিজে একখানা চেয়ার টেনে বসল)

ইলা

(বসে) আপনাদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে। আমি টাইপ করতে জানি। স্পীডও আছে। দেড়শোর ওপর শর্টহ্যাণ্ড।

মার্তণ্ড

(চোখ বুজিয়ে) আপনি টাইপ করবেন ?...ও সেই টাইপিষ্টের কাজটা। পারবেন ? প্রতি চিঠিতে কটা ভুল করবেন ?

ইলা

একটি অক্ষরও না। আমি সেরকম টাইপিষ্ট নই।

মার্তণ্ড

কিন্তু কাজে যাকে তাকে নিতে পারি না। এখানে বিশ্বস্ত লোকের দরকার।

ইলা

আমায় অবিশ্বাস করবার কিছু নেই।

মার্তণ্ড

অনেক চিঠি ছাপতে হয় যা অন্য কেউ জানতে পারলে আমাদের অফিসের ক্ষতি হবে। বুঝছেন ?

ইলা

জানি। আমি লিখে দিচ্ছি যদি আমার হাত থেকে কিছু বার হয়েছে প্রমাণ করতে পারেন আমি জেলে যাব।

মার্তণ্ড

না, না! সে কি কথা। (মুখটা যেন করুণায় ছলছল করে উঠল)

ইলা

না, (মাথা একটু নেড়ে) এরকম একটা কড়াকড়ি না থাকলে কোম্পানির ক্ষতি হতে পারে।

মার্তণ্ড

তারপর জানছেন তো আপনাকে কোনদিন অফিস যেতে হবে, কোনদিন আমার বাড়ি আসতে হবে টাইপ করতে।

ইলা

(বিস্ময়ে) কেন ?

মার্তণ্ড

(একটু হেসে) অনেক চিঠি থাকে। অফিসে বসে দেখে ওঠা বা উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। বাড়িতে আনি, রাত্তিরে

দেখে রাখি। সকালবেলা টাইপিষ্ট এসে ছেপে দেয়, অফিস নিয়ে যাই।

ইলা

আপনাদের অফিসের কি এই নিয়ম? টাইপিষ্ট সকাল, দুপুর দুবেলা কাজ করবে? মাইনে নিশ্চয় বেশি হবে।

মার্তণ্ড

না, মাইনে বেশি নয়। মাইনে একই।

ইলা

যদি কেউ রিপোর্ট করে?

মার্তণ্ড

(হেসে উঠে) আমার হাত দিয়েই সে রিপোর্ট যাবে, ছিঁড়ে ফেলে দেব। রাজি আছেন?

ইলা

(ম্লান হয়ে) রাজি আছি। টাকা (জোর দিয়ে) চাইই।

মার্তণ্ড

তাহলে কাজটা বুঝে নিন। আজ থেকে অফিস করবেন। এধারে এই চেয়ারটায় আসুন। (নিজের পাশের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিল। চেয়ারের সামনে একটা ছোট টেবিল, তার ওপর একটা রেমিংটন টাইপ রাইটার। ইলা গিয়ে বসল। কতকগুলো চিঠি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে) এই চিঠিগুলোর উত্তর দিতে হবে। ঐ প্যাড্ আছে, নিন, লিখুন।

ইলা

এখনই। কটা চিঠি আছে?

মার্তণ্ড

সতেরটা হবে। তিন কপি করে।

ইলা

(মাথায় হাত দিয়ে) আমায় যে বাড়ি যেতে হবে। তারপর সাড়ে দশটায় অফিস রয়েছে।

মার্তণ্ড

কিন্তু চিঠিগুলো যে চাইই। উপায়…নেই। টিফিনে খেয়ে নেবেন। নিন লিখুন। (ইলা লিখে যেতে লাগল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে চিঠি লেখা শেষ হল।) তাহলে আপনি টাইপ করুন। ঐ কাগজ আছে। (চোখ দুটো বড় বড় করে) চিঠিগুলো অফিসে নিয়ে যাবেন। এগারটার মধ্যে যাওয়া চাই। আমি চললাম। সেখানে ফরমে সই করতে হবে। আপনাকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু কাগজে কলমে এখনও কিছু হয়নি। সেটা অফিসেই হবে।

ইলা

আমি ফরম্ এনেছি। এই যে। (ইলা ব্যাগ থেকে ফরম্ বার করল)।

মার্তণ্ড

ও এনেছেন। (চোখ দুটো মিট্‌মিট্ করতে করতে) বিশ্বাস করছেন না?

ইলা

না, না। আপনি যে নেবেন সে তো জানতাম না। হয়তো বলবেন, 'দরখাস্ত করেছেন?' তাই তৈরি হয়ে এসেছিলাম।

মার্তণ্ড

দিন। (ইলার হাত থেকে কলম নিয়ে ফরমে সই করে কলম ফিরিয়ে দিয়ে) অফিসে এটা আমার হাতে দেবেন।

ইলা

(কৃতজ্ঞতায়) আপনাকে ?

মার্তণ্ড

হাঁ, আমাকে দেবেন। আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ক্ষিধে পেয়েছে ?

ইলা

না, ক্ষিধে পায়নি। নানারকম ভাবনা।

মার্তণ্ড

যদি টাকার দরকার থাকে......, এমাসে আগে কিছু নেবেন ? দরকার আছে ?

ইলা

গোটা কুড়ি পেলে,...একটু সুবিধে হয়।

সামনের আলমারি থেকে একটা চাবি বার করে সেক্রেটেরিয়ট টেবিলের একটা টানা খুলল। টানা থেকে কয়েকখানা নোট বার করে বার বার গুনে টানা বন্ধ করে চাবিটা আলমারিতে যেখান থেকে নিয়েছিল সেইখানে রেখে আলমারি বন্ধ করে ইলার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ইলা সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে বসল।

মার্তণ্ড

এই নাও।

ইলা

(টাকা নিল। চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল) আপনাকে কী বলব! একটা লিখে দেব?

মার্তণ্ড

না থাক, অফিসে গিয়ে হবে। তোমার নাম···আপনার নাম?

ইলা

ইলাদেবী।

মার্তণ্ড

(ভুরু কুঁচকে) কি নাম? ইলাদেবী। ইলা—। ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

ইলা

বোস, কায়স্থ।

মার্তণ্ড

(ইলার মাথার ওপর হাত রেখে) আপনার চুলগুলো বেশ। ঠিক মেঘের মত কালো। আপনি কী মাখেন? এরকম কালো আর এত চুল কোথাও দেখিনি।

ইলা

(অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে) মাথায় হাত দেবেন না। (মাথা সরিয়ে নিয়ে) আপনি যান। আমায় এগুলো ছাপতে হবে। দেরী হলে হয়ে উঠবে না।

মার্তণ্ড

(হেসে) ও ছাপতে কতক্ষণ। আমি যাচ্ছি। (যাবার

বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করল না)

ইলা কোনমতে রেমিংটনের ঢাকাটা খুলে, কাগজ পরাতে চেষ্টা করল। পারল না।

ইলা

আপনি, যদি কিছু মনে না করেন……আপনি যান। আমাকে একলা কাজ করতে দিন।

মার্তণ্ড

(হেসে) ভয় কি ? আমি খেয়ে ফেলব না।

ইলা

না, না। খেয়ে ফেলা নয়। তবে আমি একলাই কাজ করতে অভ্যস্থ।

মার্তণ্ড

অফিসে তাহলে আপনার খুব অসুবিধে হবে। সেখানে কাজ করেন কি করে ?

ইলা

(অত্যন্ত বিরক্তিতে) সে মানিয়ে নেব।

মার্তণ্ড

(ইলার মুখের দিকে না তাকিয়ে) আপনার এখনও হাত কাঁপছে, আপনি এত ভীতু। আমি কি বাঘ ?

ইলার কাঁধে সহাস্তে একটা হাত রাখল। ইলা হাতটা ছুঁড়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মার্তণ্ডর মুখের ওপর বেওনেটের মত শানিত চোখে তাকিয়ে রইল—যেন তার মনের সমস্ত কথা বার করে নিচ্ছে। মার্তণ্ড তাকাতে পারল না, মাঝখানের ব্যবধান চেয়ারটা সরিয়ে দিয়ে ইলাকে জড়িয়ে ধরল।

ইলা

(বাধা দিয়ে) কী করছেন, ছাড়ুন! আপনি কিরকম ভদ্রলোক! (নিজেকে জোর করে মুক্ত করে নিয়ে) আপনি যা ব্যবহার দেখালেন···আপনাকে কী বলব···!

মার্তণ্ড

(হাসতে হাসতে) টাইপিষ্টদের আমার খুব ভাল লাগে।

ইলা

(বিদ্রূপ করে) নিজে টাইপিষ্ট হয়ে যান।

মার্তণ্ড

না আমি নয়। মেয়েদের—যারা টাইপ করে। কিন্তু আমার এখানে কেউ থাকতে চায় না!

ইলা

(রূঢ় ভাবে) কী করে থাকবে। আপনার মত লোকের কাছে······।

মার্তণ্ড

আমার মত বলছেন? (হাসতে হাসতে) আমি কোন অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।

ইলা

না মনে করতে পারেন। কিন্তু যে ব্যবহারটা করলেন সেটা ভাল কি খারাপ যাকে জিজ্ঞাসা করবেন বলে দেবে।

মার্তণ্ড

অপরে বিচার করে দেবে! আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

ইলা

(ঘৃণায়) দূর থেকেও ভালবাসা যায়। আমাকে পিতার মত ভালবাস্থন কোন আপত্তি করব না।

মার্তণ্ড

সেই কি হয় ? লোকে বলবে 'এ মেয়ে কোথায় পেলে' ? ইলা-ইলা, আমি তোমার প্রেমে আকুলি বিকুলি করে মরছি, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, আমায় বাঁচাও।

ইলা

(অত্যন্ত ঘৃণায় ভুরুদুটো বাঁকিয়ে) প্রেমে পড়েছেন। এরকম ভাবে যদি পড়তে থাকেন তাহলে আমি কেন কোন ডিক্টেটর্ এসেও কি বাঁচাতে পারবে ?

মার্তণ্ড

তুমি পারবে। ইলা-ইলা···

হঠাৎ ইলার আঁচলটা টেনে নামিয়ে দিয়ে ইলার দিকে এগিয়ে গেল। ইলা কী করবে বুঝতে পারল না। রাগে বিস্ময়ে ঘৃণায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইলাকে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মার্তণ্ড একটু যেন পেছিয়ে গেল। আঁচলটা ছেড়ে দিল। ইলার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে চোখ দিয়ে আগুন বেরচ্ছে। মার্তণ্ড আরো পেছিয়ে গেল। ইলা ঠিক সেইখানে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। আঁচলখানা মেঝের ওপর পড়ে রইল। মার্তণ্ড ইলার চোখের দিকে আবার চেয়ে দেখল। এবার ভয় পেল। ইলার চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ল। বসার শব্দে ইলা চমকে উঠল। আঁচলখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিল। তারপর সহজ ভাবেই চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে মার্তণ্ডবাবুর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে—

ইলা

আপনি উঠুন। আমি এগুলো টাইপ করব। (মার্তণ্ড বাবু যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়াল) আপনি যান। আমি ঠিক এগারটার মধ্যে অফিসে দেখা করব।

মার্তণ্ড দরজা খুলে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল। পায়ের ক্লান্ত শব্দটুকু এক বিরাট পরাজয়ের ঘোষণা করতে করতে মিলিয়ে গেল। এদিকে রেমিংটন থেকে টাইপ করার শব্দে ঘরটা ভর্তি হয়ে উঠল।

—০—

ই বি আর ম্যানসনের ভেতর রেললাইনের দিকে পাঁচিলটার কাছে ঘাসের ওপর মিলন বসে ছিল। একটা আগ্রহ একটা উৎকণ্ঠা তার চোখে মুখে ফুটে রয়েছে। অনেকক্ষণ বসে আছে, এমন সময় সুরকি ঢালা রাস্তার কোণে ইলাকে দেখা গেল। মিলনকে দেখতে পেয়ে ইলা তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চলল। মিলনের পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

মিলন

দেরি হল ?

ইলা

(আনন্দে) কাজটা হয়েছে। আজ একেবারে অফিস থেকে।

মিলন

(কাছে সরে বসে আনন্দে) কত দেবে ?

ইলা

একশ পঁয়তাল্লিশ।

মিলন

এস, (দুজনে মুখের ওপর মুখ রাখল।)

ইলা

কিন্তু লোকটা মোটেই ভাল নয়।

মিলন

(উৎসুক হয়ে)—কে ?

ইলা

ঐ বড়বাবু। মার্তণ্ড দত্ত না গুপ্ত কি একটা।

মিলো

কেন, কী হল ?

ইলা

মানে সে চায় টাইপিষ্ট টাইপও করবে, আবার মাঝে মাঝে তার পাশে গিয়েও শোবে। না হলে রাখতে রাজি নয়।

মিলন

(অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে) কি রকম !

ইলা

মানে যেদিন দরকার হবে বলবেন। তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। লোক জানবে টাইপ করতেই যাই। অফিসে সব কাজ হয়ে ওঠে না। আসল কথা তাঁর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিলন

তোমায় এই কথা বলেছে ?—(ঘৃণায়) বলতে তার একটুও লজ্জা করল না ?

ইলা

হয়তো করেছে, সে তো আর আমি জানি না। (নির্লিপ্তের মত) তুমি জেনে এস না।

মিলন

তাহলে কী করে কাজ পেলে ?

ইলা

রাজি হয়ে গেলাম।

মিলন

(যেন আকাশ ভেঙে পড়ল) রাজি হয়ে গেলে। ঠাট্টা করছ ? (অনুরোধের সুরে) সত্যি কী হয়েছে বল ?

ইলা

মিথ্যা বলছি না। তোমার কাছে অন্তত মিথ্যা বলি না জান।

মিলন

(মোটেই বিশ্বাস করল না) তুমি তার বাড়ি যাবে ? (উদাস চোখের দৃষ্টিটা সোজা সামনের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে) তুমি কী ভেবেছ তুমিই জান।

ইলা

না গেলে চাকরি থাকে না।

মিলন

নাইবা থাকল।

ইলা

চলবে কী করে ?

মিলন

(জোর দিয়ে) আমি চালিয়ে দেব।

ইলা

(অস্বীকার করে) সে হয় না।

মিলন

(আশ্বাস দিয়ে) রবিবার একটা দিন আছে। বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলি। ও কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমি যা হোক করে চালিয়ে দেব।

ইলা

(কথাটা উড়িয়ে দিয়ে) পাগল! আমার মা রয়েছেন। ছোট ভাই রয়েছে। তাদের কে দেখবে?

মিলন

(জোর দিয়ে) আমি দেখব।

ইলা

সত্তর টাকায় দুনিয়া চলবে?

মিলন

তা বলে তুমি—। ইলা ঠাট্টা করছ।

ইলা

মোটেই নয়। এই পবিত্র গোরস্থানে বসে বলছি একটুও মিথ্যা বলিনি।

মিলন

(হতাশ হয়ে) তা হলে! (তবু অবিশ্বাস চোখে মুখে ফুটে রইল।)

ইলা

তা হলে নয়। রবিবার ব্যবস্থা করতে পার।

মিলন

(হতাশ হয়ে) কিন্তু তুমি কী সব বলছ…!

ইলা

আমার কি স্বাধীনতা নেই? আমার নিজের মতামত বলে কিছু নেই?

মিলন

(কাতর ভাবে) স্বাধীনতা বলতে এই বোঝায়। তুমি যদি বলতে মার্তণ্ডবাবুকে তোমার ভাললাগে এবং সেইজন্য যদি মার্তণ্ডবাবুর কাছে যেতে বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু……।

ইলা

(নির্লিপ্তের মত) চাকরি না করলে তো চলবে না।

মিলন

মানছি…কিন্তু তোমার মতে মত দিতে পারছি না।

ইলা

না পারতে পার।

মিলন

তুমি মরতে ভয় কর? উপোস করে মরতে পার। যদি না পার জলে ডুবে। এরকম জীবনের কোন দাম আছে?

ইলা

মরতে ভয় করে না,—কিন্তু বাড়িতে মা ভাই আছে। তাদের?

মিলন

তারাও মরবে।

ইলা

তা হয় না। তারা হয়তো মরতে ভয় পায়।

মিলন

তাদের মেরে ফেল। তুমি একলা হবে। তখন তুমিও গলায় দড়ি দাও। কোন ভাবনা থাকবে না।

ইলা

তাদের মারবার অধিকার আমার নেই।

মিলন

কিন্তু তাদের জন্য নিজের জীবনটা তছ্‌নছ্‌ করে ফেলতে বাধ্য!

ইলা

(ম্লান হয়ে) তাই তো দেখছি।

মিলন

তোমার মার বাঁচবার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার মার জন্ম তোমাকে ভাবতে হয়। তাঁর একটা ব্যবস্থা করতে পার। পৃথিবী তোমার মার কাছ থেকে যেটুকু চেয়েছিল পেয়েছে। তিনি নিজের জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর কাজের মধ্যে খাওয়া আর ঘুম। সংসারের তাঁকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই।

তোমাকে আমাকে দিয়ে সংসারের কী প্রয়োজন আছে

বলতে পার? এত বড় সভ্যতার কী প্রয়োজন আছে বলতে পার?

মিলন

(হাল ছেড়ে দিয়ে) তা হলে তুমি ও কাজ করবে? (অবিশ্বাসে ইলার মুখের দিকে চাইল)

ইলা

না করে উপায়?

মিলন

ইলা-ইলা, তোমাকে…(গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল।)

ইলা

(চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে) চুপ কর, একেবারে ছেলে মানুষ! পৃথিবীতে কান্নার কোন দাম নেই,—অন্তত এই রকম অসহায় কান্নার। আমার দিকে চাও, শোন, সোজা হও। কাল তো সকালবেলা কোথায় শিবনারায়ণ দাসের লেন খুঁজতে খুঁজতে বার করলাম। চাকর বসতে বলে চলে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে সেটা এসে হাজির হল। দুএক কথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, 'কাজ বুঝে নিন।' সতেরখানা চিঠি লিখে নিতে হবে। তারপর টাইপ করে এগারটার মধ্যে অফিসে নিয়ে যেতে হবে। বুঝলাম, খাওয়া দাওয়া ডকে উঠল। তারপর কিছু টাকার দরকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করল। আগাম কুড়িটা টাকাও দিল। দরখাস্ততে সই করিয়েও নিলাম। বসে টাইপ করতে যাব

দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে আছে—নড়ে না। তারপর আরম্ভ হল। আঁচল ধরে টানাটানি আরম্ভ করল।

মিলন

ইলা থাক, আর বল না। কেন শোনাচ্ছ? (হতাশ হয়ে) যা ভাল বোঝ কর।

ইলা

না সবটা শোন। শেষে বড় মজা হল। আমি তো প্রথম থেকেই বাধা দিচ্ছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল মুখের ওপর টেনে একটা ঘুসি মারি। যাই হোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। জান না সে কী মুহূর্ত গেছে। একদিকে চাকরি একদিকে অপমান। একদিকে অভাবের তাড়না আর একদিকে পশুর হাতে মৃত্যু। অথচ ভাববার, বিচার করবার জন্য একটি সেকেণ্ডও হাতে নেই। সেই পিশাচ তখন কাপড় ধরে টানছে। কিন্তু এমন পাঁঠা আমার মুখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। কাপড় ছেড়ে দিল। তারপর একটু একটু করে পেছতে পেছতে চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

মিলন

(বিস্মিত আনন্দিত হয়ে) মানে?

ইলা

কী জানি, হয়তো ভয় পেয়েছিল। নয়তো আমার চোখের দিকেও তাকাবার ক্ষমতা নেই।

মিলন

সেটা তো জানোয়ার। জানোয়ারে ভয় করে না। আর

তোমার চোখে ভয়ের কী এমন থাকতে পারে ?

ইলা

(বাধা দিয়ে) জানোয়ারেই ভয় পায়। এবং বিনা কারণেই ভয় পায়। মানুষ হলে ভয় পেত না।

মিলন

মানুষ হলে সে ওরকমই করত না।

ইলা

(দুষ্টামির হাসিতে ভরে) কতবার তুমি তো আঁচল ধরে টানাটানি করেছ। কত বাধা দিয়েছি, কিন্তু ভয় পেয়েছ ? শেষকালে আমাকে জোর করতে হয়েছে। কালকে দেখেছি ভয়ের কোন কারণ থাক আর না থাক জানোয়ারে ভয় পায়।

মিলন

কালকে খুব জোর বেঁচে গেছ ! আর কোনদিন ওর বাড়ি যেও না।

ইলা

সে কি হয় ! কাজ আছে বললেই যেতে হবে। নয়তো চাকরি খতম।

মিলন

(উৎসাহের সঙ্গে) কারণ দেখাতে হবে, তাড়ালেই হয় না।

ইলা

কারণ সে দেখাবেই। তোমার চেয়ে উঁচুতে যার যায়গা তোমাকে ভোগাতে তার কতক্ষণ লাগে ? ওর বাড়ি যেতে

তো কোন বাধা নেই। যে রকম ভীতু, এসে পাশে বসে বড় জোর কাঁধের ওপর হাতটা তুলে দেবে, কি ছুটো ছড়া কাটবে আর বলবে হাবুডুবু খাচ্ছি। তার বেশি কিছু করতে পারছে না। এও সাহসে কুলবে কিনা সন্দেহ। তবে আমিও ভোগাব দেখ না। অফিসের মধ্যে ওকে বাঁদর নাচ নাচাব।

মিলন

ওকে নিয়ে খেলা করতে চাও?

ইলা

খেলা? (ঘৃণায় গলার স্বর প্রায় বন্ধ) ওকে বাঁদরের মত নাচাব।

মিলন

কিন্তু। (কতকটা আশ্বস্ত হয়ে) যা ভাল বোঝ কর। কী আর বলব। রবিবার দিন ঠিক করে ফেলা যাক। কেমন? কাকেও জানিও না। আমিও কাকেও বলব না। কেবল তোমার মা, তোমার ভাই আর আমার বাড়িতে আমার মা আর বোন। বুঝলে?

ইলা

আমার তিনজন বন্ধু আছে। তাদের না বললে চলবে না।

মিলন

আমারও আছে। কিন্তু আমি বলব না।

ইলা

কেন?

মিলন

তারা একটা অহেতুক আনন্দের সৃষ্টি করতে চায়। বিয়েটা কি অত সহজ আনন্দের জিনিস? জীবনের কত নতুন সম্ভাবনা এসে সাড়া দিয়ে যাবে তখন কি আনন্দ করবার সময় থাকে? দুজনে বসে ভাবতে হবে।

ইলা

আমার ক্ষিধে পেয়েছে, চল কিছু খাওয়া যাক।—না হয় নাই বলব।

মিলন

চল।

দুজনে দাঁড়াল। কাঁধে হাত দিয়ে চলতে লাগল, ঘাস জমি থেকে নেবে সুরকি ঢালা পথ দিয়ে সার্কুলার রোডের দিকে এগিয়ে চলল। আনন্দে দুজনের মনই কানায় কানায় হয়ে উঠেছে।

—০—

একটি ঘরে একটি বিছানা। বিছানার ধারে মিলন বসে। ইলা মিলনের কোলে মাথা তুলে দিয়ে ক্লান্তিতে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ইলার চুলগুলো রুক্ষ, বিস্রস্ত, মুখে ক্লান্তির সঙ্গে একটা আনন্দের দীপ্তি। পাশে একটি ছোট্ট মেয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে।

মিলন

এর কী নাম রাখবে?

ইলা

আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

মিলন

আমি কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি।

ইলা

(আগ্রহে) কী ?

মিলন

ইরা···।

ইলা

আমার নাম থেকে ?

মিলন

(ঝুঁকে পড়ে) কেন,—ইরা খারাপ হল ? আমি যেমন করে ডাকি ইলা—ইলা—কী সুন্দর—নামের মধ্যে যেন অমৃত রয়েছে। তেমনি একজন এসে ডাকবে ইরা-ইরা। ইরা-ইরা-ইরা হাজার বার বলেও তৃপ্তি পাবে না। মনে করবে আরোও কয়েক বার বলি।

ইলা

(হাসতে হাসতে) তোমার মত পাগল সকলে নয়।

মিলন

একে লেখাপড়া কতদূর শেখাবে ?

ইলা

কেন ?

মিলন

কতদূর অবধি ?

ইলা

যতদূর শিখতে চায়।

মিলন

কি রকম বয়সে বিয়ে দেবে ?

ইলা

সে কি আজ বলা যায়। আমরাই বা দেব কেন ? নিজে বিয়ে করবে।

মিলন

(হেসে) যদি পাঁচ বছর বয়স হতে না হতে বলে বিয়ে করব ?

ইলা

(চোখটা একটা দুষ্টামির ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে) ক্ষতি কি ? করে করবে। নিজে পছন্দ করে পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে করবে। আর যদিই করে বেশ ছোট ছোট দুটি বর আর বউ। কাঁধে হাত দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। মারামারি করবে। খাবার দিলে কাড়াকাড়ি করে খাবে। ঘুমন্ত বিছানায় দেখব দুজনে হয়তো নিবিড় ভাবে দুহাতে পরস্পরকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে আছে ! সে তো ভালই।

মিলন

(হেসে) পাগল আমি না তুমি তাই ভাবছি।

ইলা

(হেসে) সে তো ভাববে।

মিলন

(পরামর্শ চাইবার সুরে)—একটা দোকান করলে হয় না ?

কেন ? কখন চালাবে !

মিলন

টাকার দরকার তো।

ইলা

দোকান করবে ! অফিস যাবে না ?

মিলন

একটা লোক রেখে দেব।

ইলা

(বিজ্ঞের মত) নিজে না দেখলে চুরি করবে।

মিলন

কিন্তু টাকা তো চাইই। এক পয়সা হাতে নেই। তার ওপর গীতার বিয়ে রয়েছে।

ইলা

ভাল কথা, গীতা বলছিল···

মিলন

(আগ্রহে) কী বলছিল ?

ইলা

সৌরেন বিয়ে করতে চাইছে।

মিলন

ও কী বলেছে ?

ইলা

কী আর বলবে। বলেছে ষোল আনাই মত আছে।

আমাদের সম্মতিটুকুর জন্য অপেক্ষা।

মিলন

(অবাক হয়ে) আমাদের সম্মতি! সৌরেনের মত ছেলে পাবে? তুমি জানিও আমার একটুও অমত নেই। এতো একটা আনন্দ করবার মত।

ইলা

কিন্তু টাকা? আজ যদি বলি, কালই দিন ঠিক করে ফেলবে। কিন্তু ঘরে তো এখন এক পয়সা নেই।

মিলন

(হিসেবীর মত) তাই বলে বাধা দেওয়া যায় না। দেরি করারও অর্থ হয় না! আজ হলেও খরচ করতে হবে, কাল হলেও করতে হবে।

ইলা

(ভাবতে ভাবতে) খরচ তো করতে হবে—কিন্তু খরচ হবে কী?

মিলন

(ভাবতে ভাবতে) ধার।

ইলা

কে ধার দেবে?

মিলন

অফিস থেকে কিছু যদি ধার করি। তুমিও অফিস থেকে কিছু ধার করবার চেষ্টা দেখ।

ইলা

তারপর মাইনে যখন কাটবে দিন চলবে কী করে ?

মিলন

সে যা হয় হবে, না হয় একটা মাষ্টারি করব। তুমিও একটা মাষ্টারি কর।

ইলা

আমার এই গয়নাটা বেচলে হয় না ? (গলার হারটা দেখাল)।

মিলন

বেচবে কেন ? ওটা বরং গীতাকে দিও তবু পরতে পারবে।

ইলা

খোকার একটা কাজের চেষ্টা দেখ না ?

মিলন

(বিস্মিত হয়ে) তোমার ভাই—ঐটুকু ছেলে কাজ করবে কি। আর কিছুটা পড়ুক।

ইলা

পড়ে লাভ ? অনেক কিছুই তো পড়ে। কিন্তু সে পড়াতো জীবনে কোনদিন কাজে লাগবে না।

মিলন

লাগতেও পারে।

ইলা

কখনো নয়। আমি ভাল ভাবে জানি। সে আজ যদি একটা কাজ পায় আজই কলেজের পিণ্ডি দিয়ে আসবে।

মিলন

(কথাটা চাপা দিয়ে) আচ্ছা সে হবে। তুমি গীতাকে বল। শ'তিন টাকা হলে হয়ে যাবে কেমন? কী মনে হয়?

ইলা

(ভাবতে ভাবতে) হয়ে যাবে বলেই তো মনে হয়।

মিলন

তুমি একশ তোল, আমি দু'শ তুলি।

ইলা

দেড়শ, দেড়শ। সমান করে নিই না?

মিলন

না। তোমার মাইনে কম। অনেক কাটা যাবে।

ইলা

ঘরে কচি মেয়ে। আজ সর্দি, কাল জ্বর; অসুখ তো নিত্যিই হবে। হাতে কিছু টাকা রাখা ভাল। তোমার কোন বন্ধুর কাছে এই উপলক্ষে কিছু যদি পার ধার করে পোষ্ট অফিসে রেখে দাও।

মিলন

যখন তাগাদা দেবে? তারপর তুমি একটু জোর না পেলে অফিস যেতে পারছ না।

ইলা

অফিস টাকা চাইলে দেবে। আমাদের অফিসে ছেলে-মেয়ে হলে কিছু ধার পাওয়া যায়। আর তোমার বন্ধুকে

বুঝিয়ে বলবে। একান্ত যদি গোলমাল করে পোষ্ট অফিস থেকে তুলে দিয়ে দেবে।

মিলন

সে ভাল কথা। এক কাজ করলে হয় না? এই বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আর একটা বাড়ি দেখলে হয় না? এর চেয়ে কিছু সুবিধা মত যদি…।

গীতা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ইলার পাশে গিয়ে বসে ইরাকে কোলে তুলে নিল।

ইলা

এর নাম কী রাখব বল দেখি? তোমার দাদা বলছে 'ইরা'।

গীতা

(আনন্দে) বেশ তো। ইরা…তোমার মত।

মিলন

(একটু গম্ভীর হয়ে) গীতা, ইলা বলছিল সৌরেন বিয়ে করতে চাইছে। (গীতা মুখ নামিয়ে নিল) একটা দিন ঠিক করে ফেলা যাক কেমন?

ইলা

(আনন্দে) ও মাসে ঠিক পূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশীতে কেমন হয়?

মিলন

ভালই তো। (কথাটা বুঝতে পেরে আনন্দে) আশ্বিন মাস। পূর্ণিমার দিন করলেই তো হয়। বেশ চাঁদ উঠবে।

পূর্ণিমার দিন বিয়ে হলে চাঁদ দেখাবে কখন ? পরদিন পূর্ণিমা হলে সন্ধ্যা থেকে ছাতে গিয়ে বসতে পারবে। প্রথম পূর্ণিমা পরিপূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে।

মিলন

(স্নেহের সঙ্গে হালকা গাম্ভীর্য মিশিয়ে) গীতা আমার তো যাবার সময় নেই। আজ সৌরেনকে একবার যদি বলে আসতে পারিস। আমার সঙ্গে দেখা করবে। (গীতা কোন উত্তর দিল না)

ইলা

(গীতাকে) কী হবে ?

মিলন

(প্রশ্নটা কাকে বুঝতে না পেরে) জামার মাপগুলো...

ইলা

(হালকা হাসিতে নিজেকে উজ্জ্বল করে) বিকেল বেলায়ই ডেকে এন। অফিস থেকে এসেই মুখ হাত ধুয়ে যেন চলে আসে। রাত্তিরে এখানেই খাবে।

গীতা

(যেন কত কাজ আছে) আমি পারব না।

মিলন

(হাসতে হাসতে) আজ হঠাৎ পারব না ! লজ্জা করছে ? (ইরাকে নামিয়ে দিয়ে গীতা উঠে পালাল) আজ রবিবার। কাল তাহলে তুমি টাকার দরখাস্ত করে দিও। আমিও করে

দেব। কাল অফিসে গিয়েই করে দেব। তোমার দরখাস্তটা আমিই দিয়ে আসব।

ইলা

আমি ছুবেলা যদি ছুটো মাষ্টারি করি? তুমি মাষ্টারির দিকে যেও না। তুমি দালালির চেষ্টা দেখ। তাতে আরো বেশি আয় হতে পারে। মাষ্টারি বাঁধা মাইনে।

মিলন

তুমি তো ছুটো মাষ্টারি করবে কিন্তু দেবে কে?

ইলা

(বিজ্ঞের মত) যোগাড় করতে হবে।

মিলন

কিসের দালালি করা যায় বল দেখি?

ইলা

যা ভাল বুঝবে।

মিলন

ঘড়ি, রেডিও, সাইকেল, সেলাইকল এই গুলোই বেশি বিক্রি হয়।

ইলা

আমার এক মামা ওষুধের দালালি করে।

মিলন

(বিদ্রূপ করে) মানে ভগবানকে ডাকেন সকলের অসুখ হোক। খুব ওষুধ বিক্রি হবে!

(হেসে) কী করে জানব ?

মিলন

ও বুঝিও না, ভালও লাগবে না।

ইলা

বাড়ির দালালি ?

মিলন

বাড়ি আর কে হরদম বিক্রি করছে ? আর এই বাজারে কিনবেই বা কে ?

ইলা

এমন একটা কর যা বিক্রি হবে। লোকে কিনবে। সাইকেল একটা কিনল তো জীবন কেটে যাবে। শেষকালে আবার উত্তরাধিকার সূত্রে দান করে যাবে। সব চেয়ে ভাল কাপড়ের দালালি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় এজেন্ট চাই সেই একটা কর। কিছু আসতে পারে।

মিলন

করতে সব রাজি আছি। যদি কিছু মেলে।

ইলা

মিলবে, চেষ্টা করলেই মিলবে। আশা রাখ ঠিক হয়ে যাবে।

মিলন

আচ্ছা,—আমি একবার বেরুব। উঠি, কেমন ?

কোথায় যাবে ?

মিলন

রমেশের কাছে কিছু টাকা যদি পাই।

ইলা

ফিরছ কখন ? দেরি কোরো না।

মিলন

তোমার মাষ্টারির জন্যেও একবার ঘুরে আসব।

ইলা

(আগ্রহে) কোথায় ?

মিলন

সে চিনবে না।

ইলা

(স্নেহের এবং উৎকণ্ঠার সুর মিশিয়ে) বেশি দেরি কোরো না! আমার মাষ্টারির জন্য ভাবতে হবে না। আমি চেষ্টা করব।

মিলন

আমিও চেষ্টা করি। যত তাড়াতাড়ি জোটে।

ইলা মাথাটা তুলল। মিলন উঠে দাঁড়াল। জামাটা পরে জুতোটা পায়ে গলিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। ইলা ইরার মাথায় আলতো ভাবে হাত রেখে জানলার দিকে ফিরে শুয়ে রইল।

তক্তাপোশের ওপর একটা বিছানা। বিছানার এক পাশে দেওয়ালের দিকটায় ইরা শুয়ে আছে। বাকি বিছানাটায়, দেখলেই বোঝা যায়, ইলা আর মিলন শোয়। ইরার মাথায় হাত দিয়ে ইলা পাশেই বসে। ইরার মাথার দিকে একজন ডাক্তার চুপ করে চেয়ে বসে রয়েছে। ঘরের মেঝে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে মিলন বসে। ইলার মা আর মিলনের মাকে গীতাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে রাত তখন অনেক।

ডাক্তার

মিলন, ওঠ। (সাহস দিয়ে) কিচ্ছু হয়নি। কী মিছে ভাবছ?

মিলন

(মাথা না তুলেই) ভাবিনি তো।

ডাক্তার

(জোর দিয়ে) কিছু ভাবতে হবে না। এতো কিছুই নয়। আর একটা কেস পেয়েছিলাম। সে কী ভীষণ অবস্থা। ভাল করে একটু চোখ রাখতেই তুদিনে ভাল হয়ে উঠল।

ইলা

তাদের অবস্থা?

ডাক্তার

(মানল না) অবস্থা আর এমন কী?

ইলা

নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে ভাল। অসুখে পথ্য দিতে পারে, এবং রোজ দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতেও পারে। এতো না খেতে পেয়ে এই অবস্থা।

ডাক্তার

আপনি ও সব ভাববেন না। খেতে লোকে দুবেলা পেয়েই থাকে।

ইলা

পায়। এই, মেয়েও পেয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটা খেতে পেয়েছে সেটার মধ্যে বলকারক কি সারপদার্থ বলে কিছুই কোনদিন ছিল না।

ডাক্তার

আপনি ও সব কী বোঝেন? কেন চিন্তা করছেন? এমনি একটা অসুখ হয়েছে। (জোর দিতে গেল কিন্তু পারল না) আবার সেরে উঠবে।

ইলা

আপনি আমাকে একেবারে ছেলেমানুষ ভাবছেন? আমি কিছুই বুঝি না?

ডাক্তার

(সাহস দিয়ে) না, আপনি মিছামিছি মাথা খারাপ করছেন।

ইলা

আপনি যদি (গলার স্বর ভেঙে গেল) যদি ওকে ফিরিয়ে

আনতে পারেন…। আপনি যা……চাইবেন……আপনি যদি……

ডাক্তার

(ডাক্তারি কায়দায় সাহস দেবার চেষ্টায়) অত অবুঝ হবেন না। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। কোন ভয় নেই। দাঁড়ান। এইবার একটা ইনজেকশন দেব।

ইলা

(পেছিয়ে গিয়ে) আবার ইনজেকশন? সহ্য করতে পারবে?

ডাক্তার

ভয় পাচ্ছেন কেন? কিছু হবে না।

মিলন

(উঠে এসে একটা উদাসীনতা ও আশাহীনতার সঙ্গে) এখানে ভয় পাবার কেউ নেই। কোন কিছু লুকবার প্রয়োজন নেই। সত্য কথা বল কোন আশা আছে কিনা?

ডাক্তার

যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণই আশা।

মিলন

ওসব শুনতে চাই না। ইনজেকশন দিতে হবে না। কেন মিথ্যা কষ্ট দেবে। একটু শান্তিতেই শেষ হয়ে যাক।

ডাক্তার

(ব্যথিত হয়ে পড়ল, একটু ধরা গলায়) তবু একটা চেষ্টা মিলন, এত ভীতু কেন বল তো?

মিলন

সব দেখতে পাচ্ছি। যে কোন লোক বলবে, কোন আশা নেই। তবে কেন কষ্ট দেওয়া ?

ডাক্তার

(উঠে দাঁড়িয়ে) তাহলে আমি যাব ? একটু সতর্ক থেক।

মিলন

এ রকম কতক্ষণ চলবে ?

ইলা একবার নিঃশব্দে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের ভাবে মনে হচ্ছিল ইলা যেন টর্পেডো মারা ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপটেনের মত জাহাজের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে।

মিলন

এই শেষটা যদি একটু সহজ করে দিতে পারতে।

ইরার মধ্যে যেন এক ভীষণ যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। তার কাঁদবার ক্ষমতা নেই। কেবল মুখখানা বিকৃত করে সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করতে চেষ্টা করল।

ডাক্তার

(হঠাৎ তাড়াতাড়ি)—তোমরা বাইরে যাও।

ইলা ডাক্তার ও মিলনের মুখের দিকে তাকাল।

মিলন

(ইলার কাঁধে হাত রেখে) এস।

ইলা

না আমায় থাকতে দাও। (ইরা কেঁপে উঠল, দুবার তিনবার কেঁপে উঠল)

মিলন

কোন লাভ নেই। এস। (হাত ধরে প্রায় জোর করে) চল, বাইরে চল।

বাইরে বারাণ্ডার কাছে ইলা আর মিলন এসে দাঁড়াল। বারাণ্ডার সেই জায়গাটা হতে ঘরের ভেতর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে তখন রাত। অনেক রাত, বারটা কি একটা। দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মিলন যেন পাগলের মত ইলাকে জড়িয়ে ধরল। ইলা প্রথমে নিজেকে এলিয়ে দিল। একটু পরেই সোজা হয়ে নিজেকে মুক্ত করবার ক্ষীণ চেষ্টায়—

ইলা

লাগছে, ছাড়।—লাগছে। (মিলন বুকের ওপর আরো চেপে ধরল) ছাড়। তোমার পায়ে পড়ি। লাগছে, ছাড়। (নিজেকে এলিয়ে দিয়ে) কী করছ ?

মিলন

(উদভ্রান্তের মত) সকলকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করছে। ভয় করছে, তুমি পালাবে না ?

ইলা

(বাজে-পোড়া গাছ যেন বাজে-ভাঙা বাড়িটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মন খারাপ কোরো না। নীচে ঐ দোকানটায় দেখ এখনো আলো জ্বলছে। দাঁড়াও একটা ফোন করে আসি। গীতাকে ডাকি।

মিলন

(বাধা দিয়ে) তোমাকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

মিলন

সব দেখতে পাচ্ছি। যে কোন লোক বলবে, কোন আশা নেই। তবে কেন কষ্ট দেওয়া ?

ডাক্তার

(উঠে দাঁড়িয়ে) তাহলে আমি যাব ? একটু সতর্ক থেক।

মিলন

এ রকম কতক্ষণ চলবে ?

ইলা একবার নিঃশব্দে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের ভাবে মনে হচ্ছিল ইলা যেন টর্পেডো মারা ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপটেনের মত জাহাজের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে।

মিলন

এই শেষটা যদি একটু সহজ করে দিতে পারতে।

ইরার মধ্যে যেন এক ভীষণ যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। তার কাঁদবার ক্ষমতা নেই। কেবল মুখখানা বিকৃত করে সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করতে চেষ্টা করল।

ডাক্তার

(হঠাৎ তাড়াতাড়ি)—তোমরা বাইরে যাও।

ইলা ডাক্তার ও মিলনের মুখের দিকে তাকাল।

মিলন

(ইলার কাঁধে হাত রেখে) এস।

ইলা

না আমায় থাকতে দাও। (ইরা কেঁপে উঠল, দুবার তিনবার কেঁপে উঠল)

মিলন

কোন লাভ নেই। এস। (হাত ধরে প্রায় জোর করে) চল, বাইরে চল।

বাইরে বারাণ্ডার কাছে ইলা আর মিলন এসে দাঁড়াল। বারাণ্ডার সেই জায়গাটা হতে ঘরের ভেতর কিছুই দেখা যায় না। বাইরে তখন রাত। অনেক রাত, বারটা কি একটা। দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মিলন যেন পাগলের মত ইলাকে জড়িয়ে ধরল। ইলা প্রথমে নিজেকে এলিয়ে দিল। একটু পরেই সোজা হয়ে নিজেকে মুক্ত করবার ক্ষীণ চেষ্টায়—

ইলা

লাগছে, ছাড়।—লাগছে। (মিলন বুকের ওপর আরো চেপে ধরল) ছাড়। তোমার পায়ে পড়ি। লাগছে, ছাড়। (নিজেকে এলিয়ে দিয়ে) কী করছ ?

মিলন

(উদভ্রান্তের মত) সকলকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করছে। ভয় করছে, তুমি পালাবে না ?

ইলা

(বাজে-পোড়া গাছ যেন বাজে-ভাঙা বাড়িটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মন খারাপ কোরো না। নীচে ঐ দোকানটায় দেখ এখনো আলো জ্বলছে। দাঁড়াও একটা ফোন করে আসি। গীতাকে ডাকি।

মিলন

(বাধা দিয়ে) তোমাকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

ইলা

(বাধা দিয়ে) না, তোমার বার হতে হবে না। খোকাকে বলছি।

ইলা খোকাকে বলতে নেমে গেল। মিলন দাঁড়িয়ে রইল। নীচের ঘরটায় খোকা একটা চেয়ারে চুপ করে বসেছিল। ইলা নেমে গিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

ইলা

খোকা, গীতাকে একবার খবর দে। (খোকা উঠে দাঁড়াল) সৌরেনকে আসতে বলিস। সামনের দোকানে ফোন আছে।

খোকা

গীতার বাড়ি তো ফোন নেই দিদি।

ইলা

ওদের পাশের বাড়িতে রয়েছে।

খোকা

তারা এত রাত্রিতে উঠবে ? একটা গোলমাল।

তাহলে ?

খোকা

আমি বাইসিকল্ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কেউ বার হোয়ো না। এখনি ফিরব।

খোকা বার হয়ে গেল। ইলা দরজা বন্ধ করে উঠে এল। আবার মিলনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মিলন

ইলা আমার শরীরটা কি রকম করছে। দাঁড়াতে পারছি না।

ইলা

চল নীচে চল, শুয়ে পড় একটু। (মিলনের কপালে হাত দিয়ে দেখল)

মিলন

(পাগলের মত)—না, শোব না। শুতেও ভাল লাগছে না।

ইলা

চল, এস ঘরে যাই।

মিলন

না, ও বারণ করল।

ইলা

বারণ করুক, চল ঘরেই চল। তুমি দাঁড়াতে পারছ না।

মিলন

না ও বারণ করল। (এমন ভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিল যেন ইলাকে একেবারে পরিত্যাগ করল)

ইলা

(বাঁ হাত দিয়ে মিলনের গলাটা জড়িয়ে ধরে) আজকের রাতটা কী অন্ধকার। ভয় করছে, যেন আজই সব শেষ হয়ে যাবে।

মিলন

ভয় কিসের। শেষ যা হবার তা হবে।

ইলা

এ রকম একটা রাত জীবনে আসবে ভাবতে পেরেছিলে? সেই ই বি আর ম্যানসনে যখন বসে ছিলাম, তারপর যেদিন সেই বিয়ে হল, যেদিন ও হল, কত দিন কেটে গেছে তার মধ্যে একদিনও কি ভাবতে পেরেছ এই রকম একটা রাত জীবনে আসবে?

মিলন

যদি ভাবতে পারতাম, তাহলে তো চেষ্টা করতাম এ রকম রাত যাতে না আসে।

ইলা

আকাশের ঐ ছোট ছোট তারা ইরা ঠিক ওদের মতই ঝলমলে নয়? ইরা তাই ঐখানে ফিরে যাবে। (ভূতের মত চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল)

মিলন

(একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে) আজ ঐ আঙুল-গোনার-বাইরে তারাদের মাঝখানে আর একটি তারা ফুটে উঠবে।

ইলা

(একটু থেমে) ডাক্তারকে কী দেবে? কয়েকটা টাকা তো মাত্র পড়ে রয়েছে।

মিলন

ওকে আজ না দিলেও চলবে।

ইলা

না, ওকে দিয়ে দাও, আজকেই।

মিলন

সে হয় না। আর ও টাকা নেবে না। ওকে তুমি জান না। ও এক পয়সাও নেবে না।

ইলা

কাল তো রেডিওর দোকান থেকে টাকাটা পাবে।

মিলন

পাব তো, সে তো কটা টাকা মাত্র।

ইলা

গীতার কাছে কিছু চাইব ?

মিলন

না, ওদের কাছে চেয়ো না। ওরা কোথায় পাবে ?

ইলা

না চাইলেও সঙ্গে করে কিছু আনবেই।

মিলন

না, তুমি নিও না।

ইলা

আমি……

ডাক্তার নিঃশব্দে ঘরের বাইরে ইলা ও মিলনের সামনে মাথা নীচু করে চুপ করে এসে দাঁড়াল। ইলা ও মিলন ডাক্তারকে দেখে যেন চমকে উঠল। ইলা মিলনের গলা ছেড়ে দিল। দুজনে ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সদর দরজা খুলে নিঃশব্দে বার হয়ে

গেল। সারা বাড়িটা যেন কোন এক অতল গুহার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মৃত্যুর অনন্ত কাল যেন বাড়িটার বারাণ্ডায় সভা করে বসল।

যে ঘরে ইরা মারা গিয়েছিল সেই ঘর। মিলন আর ইলা তক্তা-পোশের ওপর বসে। ঘরের ভেতর অন্ধকার জমাট হয়ে উঠেছে।

মিলন

(উত্তেজিত হয়ে) মানুষের এই দাসত্ব কবে শেষ হবে। সেই প্রাচীন যুগে মানুষ দাসত্ব করে এসেছে, আজও করছে। সে যুগে ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচার সামনাসামনি করা হত। আজ আমাদেরও ওপর অত্যাচার চলেছে, তবে একটু আড়াল থেকে এই যা। সারাজীবন দশটা-ছটা হাড়-ভাঙা খাটতে হবে, মাইনে যা দেবে তাতে একজনেরই চলে না, একটা সংসার কী করে চলবে! ছেলে মেয়ে হলে এক ঝিনুক দুধ পাবে না, না খেয়ে মরবে। মরবার সময় ওষুধ পাবে না। শুনেছি ক্রীতদাসদের ছেলে মেয়ে হলে মেরে ফেলা হত, কেবল প্রয়োজন মত বাঁচতে দেওয়া হত। আজ ঠিক সেই যুগই রয়েছে, মানুষের দুঃখ লাঞ্ছনা বরং শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। প্রভুর দল কেবল মুক্তি দিয়েছে। নিজেদের সুবিধার জন্যই দিয়েছে। আমরা সেই ক্রীতদাস। আমরা বাঁচতে চাইছি, আমাদের ছেলে মেয়ে হচ্ছে। কিন্তু প্রভুরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে, যে ছেলে মেয়েগুলো বাঁচবার, মানুষ হবার সুযোগ পাবে না। দুদিন পরে মরবে, অথচ কেউ

কাকেও দোষ দিতে পারবে না। আর যদি বেঁচেই যায় ক্ষতি নেই। বহুত কেরানী আর কুলি মিলবে। সকলকে তারা খেতে দিতে বাধ্য নয়। তাদের কোন দায়িত্ব নেই। যেটুকু না দিলে নয় তারা কেবল সেইটুকুই দেবে। আবার কেরানী-কুলির দল পেটের জন্য যখন তাদেরই দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে তখন তারা আবার দর কষতেও শুরু করবে। এই সভ্যতা। এ সভ্যতা চাই না। এই দাসত্বের সভ্যতা চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। চল, কোথাও পালাই।

ইলা

খাবে কী?

মিলন

এরা আমাদের পেট পুরে খেতে দেবে না। স্বাধীন হয়ে বাঁচবার কোন উপায় নেই। যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন এদের কেরানীগিরি করা। তারপর একদিন অফিসের পথে মুখ থুবড়ে পড়ে মরা।

ইলা

(সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায়) মন খারাপ করে লাভ নেই। ছেলেমেয়ে আবার হবে। দুঃখ তো দুদিনের।

মিলন

দুঃখ করি না। কিন্তু তাকে নিজের রক্ত দিয়ে তৈরি করেছিলে। যে কদিন বাঁচল সে কদিনের খরচ—এই তিন বছর খাবার থেকে, ওষুধ থেকে সব কিছুই ব্যয় করতে হল। কিন্তু কী পেলাম? কিছুই নয়। এগুলো তো অপব্যয়।

—অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলো আমাদের জীবনে যে কী ভীষণ ক্ষতি করে গেল। তাছাড়া দেশকেও এ ক্ষতি আঘাত করে, মানুষকেও এ ক্ষতি ছুঁয়ে যায়।

ইলা

ক্ষতি মানছি। কিন্তু এ ক্ষতির কী হিসেব করবে?

মিলন

হিসেব আর কী করব। কিন্তু ঝড়টা একেবারে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

ইলা

(স্নেহের সঙ্গে) ও সব ভেব না। আবার দেখবে এই সংসার ঝলমল করে উঠবে। দেখ না খোকা একটা কাজ পাক। ও একটা ভাল কাজই পাবে। তখন গীতারা, খোকা, আমরা যদি এক সঙ্গে থাকি অনেক সুবিধা হবে।

মিলন

(অবিশ্বাসে) কী সুবিধা হবে?

ইলা

এক সঙ্গে রান্না, কয়লা কম পুড়বে। এক বাড়িতে থাকা, ভাগ করে ভাড়া দিলেও কম লাগবে। একটা ঝিতে একটা বামুনেতে চলে যাবে।

মিলন

ঝি যদি চলে যায় কে বাসন মাজবে?

ইলা

যে ভাগ করে মাজব।

মিলন

যদি কেউ ভাগ নিতে না চায়? আর খোকা তো বাসন মাজতে পারবে না।

ইলা

খোকার তো বিয়ে দেব। আর কেউ যদি না মাজে আমি মাজব।

মিলন

(অস্বীকার করে) সে কখন সম্ভব।

ইলা

সব সম্ভব, যদি সম্ভব করার মত ক্ষমতা কারো থাকে।

মিলন

আজ ভাবছি তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করতে।

ইলা

কাকে করতাম? তুমিও একজনকে করতে, আমিও একজনকে করতাম। এবং শেষ অবধি তুমিও সুখী হতে না, আমিও সুখী হতাম না।

মিলন

সুখী হয়ে লাভ? তার চেয়ে যদি কোন একজন পয়সাওলা লোককে হাত করতে পারতে, জীবনে কিছুরই অভাব হত না। আমি তো ছিলামই। তোমার সঙ্গে দেখা করে আসতাম।

ইলা

তোমাকে ভালবাসি। তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখ সব কিছু ভাগ করে নিয়ে দুজনে হাত ধরে এগিয়ে যেতে চাই।

মিলন

ওসব বলতেই ভাল, শুনতেই ভাল।

ইলা

জগতে এই গুলোরই যদি সাধনা করা যায় সেটা আরো ভাল।

মিলন

ছেলেমেয়ে যদি আর না হয় তো বাঁচা যায়।

ইলা

আচ্ছা তাই হবে। কেন মাথা খারাপ করছ?

মিলন

আমাদের যদি আর না হয়। (আপন মনে) গীতার হবে, খোকার হবে, তাদের মানুষ করা যাবে। আমাদের খরচটা যদি বেঁচে যায় সেটা ওদের জন্য রাখা যাবে।

ইলা

(কথাটা চাপা দেবার জন্য) বাইরে কিরকম রাত হয়েছে দেখেছ। ঘন নিবিড় রাত। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত শ্রান্তি এই রাত যেন মুছে দেবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। চল, বারাণ্ডায় একটা মাছুর পেতে শুয়ে পড়ি। (ইলা একটা মাছুর নিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে পাতল। মিলন পিছু পিছু গিয়ে মাছুরের এক ধারে বসল, ইলাও বসল।) অন্ধমুনি—তার অবস্থা আরো কত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। একটা অতবড় ছেলে মারা গেল। কী ভীষণ অবস্থা হল ভেবে দেখ!

মিলন

সেটা একটা দুর্ঘটনা, সেখানে সান্ত্বনা আছে। সেটা দৈবাৎ। আর এ যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। যাঁতায় ফেলে এ যে পিষছে। এক ফোঁটা, এক ফোঁটা করে রক্ত নিঙড়ে বার করে নিচ্ছে। পৃথিবীতে এতগুলো লোকের স্থান দেবার মত জায়গা যদি না থাকে একটা কিছু ব্যবস্থা করা হোক। কিছু লোককে অন্তত বেছে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হোক।

ইলা

সে রকম বাছা সম্ভব হয় না।

মিলন

যে রকম করে হোক বাছুক। ধর যাদের মাইনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তাদের সকলকে যদি গুলি করা হয়?

ইলা

এরাই বা কী দোষ করল?

মিলন

দোষ কেউ কিছুই করেনি। যদি বাছতে হয় সেটা খেয়াল মাফিকই ব্যবস্থা। একেবারে গুলি করে শেষ করে দেওয়াই ভাল। এরকম ভাবে যাঁতায় পেষা এর কোন অর্থ হয় না। এটা অসহ্য।

ইলা

অসহ্য বললে চলবে না। কাঁদলেও কেউ শুনবে না।

মিলন

এ রকম বেঁচে থেকে লাভ আছে? কী লাভ বলতে পার?

তার চেয়ে কিছু খেয়ে নিঃশব্দে ছুটি নেওয়া সেটাই কি ভাল নয়? আমি কি খুব দুঃখ পেয়েছি? ঠিক তা নয়। ভেতরে সব যেন গুলিয়ে গেছে। তাই ভাবছি। আমাদের জন্মটাই দুঃখের। জন্মাবার সময় কষ্ট, মরবার সময় কষ্ট, মাঝে যে কটা দিন তাও সুখ নেই। তবু মানুষ হাসে, সিনেমা যায়, আকাশের তারার দিকে চেয়ে বসে থাকে, 'কোয়ান্টাম' আর 'কন্‌টিনিউয়াম্' দিয়ে বিরাট দুনিয়ার অর্থ খোঁজে। এ একটা বিরাট,—কী বলব···একটা বিরাট···। যতদিন বাঁচা দুচোখ দিয়ে এই বিরাট···দেখে যাওয়া। আর বর্ষাতির মত হওয়া; সুখ দুঃখের জল গায়ে এসে পড়লেও কিছু ভেজাতে পারবে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে।

মিলন থামল। অন্ধকারে ইলার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল! সত্য কি ইলাকে আঘাতটা স্পর্শ করতে পারিনি! খানিকক্ষণ চুপ করে কাটল তারপর ডাকল 'ইলা'। ইলা উত্তর দিতে চেষ্টা করল, পারল না; গলা দিয়ে একটা রব বার হল। মিলন বুঝল ইলা কাঁদছে। চুপ করে বসে রইল, আর কোন কথা কইবার চেষ্টা করল না।

মিলেস্তাঁ সাগরের তীরে বালির ওপর বসে। পাশে কয়েকটা রঙীন ছোট বড় ঝিনুক। আর হাতে একখানা মোটা বই। ইলুশার সঙ্গে কথা কইছে আর বাঁহাত দিয়ে ঝিনুকগুলো জড় করছে, আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার জড় করছে। মাঝে মাঝে আসছে সমুদ্রের হাওয়া। ডান হাতের চাপে বইয়ের পাতাগুলো উড়তেও পাচ্ছে না—খালি একটা উড়ে যাবার চেষ্টা। মিলেস্তাঁর ডানদিকে ইলুশা বসে। ইলুশার বাঁহাতখানা মিলেস্তাঁর কাঁধের ওপর।

মিলেস্তাঁ

কিন্তু ডাক্তার কয়েকটা কথা বলছিল।

ইলুশা

(আগ্রহে)—কী?

মিলেস্তাঁ

আমার বিয়ে করা প্রয়োজন। কিন্তু ছেলেমেয়ে যা হবে বাঁচবে না।

ইলুশা

(অবাক হয়ে) কেন?

মিলেস্তাঁ

(পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে) দেখছ, এইখানে কী একটা দোষ রয়েছে।

ইলুশা

কেন ওটা সারান যাবে না?

মিলেস্তাঁ।

না।

ইলুশা।

বিয়ে করে লাভ ?

মিলেস্তাঁ।

দেহের আর মনের পরিপূর্ণ গঠনের জন্য দেহের দাবী।

ইলুশা।

কিন্তু ছেলে মেয়ে যদি না হয়,……জীবনটা তা হলে ?'
—সে বিশ্রী লাগবে।

মিলেস্তাঁ।

(ম্লান হয়ে) অথচ ডাক্তার একথাও বলেছে যে বিয়ে না
করলে ভুল করব।

ইলুশা।

তোমার ডাক্তার যে কী বলে। উপায় ?

মিলেস্তাঁ।

বিয়ে যখন করতেই হবে, সাবধান হয়ে চলতে হবে।
প্রতি মুহূর্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইলুশা।

ছেলে মেয়ে তাহলে হবেই না ?

মিলেস্তাঁ।

হবে না কেন ? অন্য কারো কাছ থেকে হবে।

ইলুশা।

কার কাছ থেকে ?

মিলেস্ত।

(গলা ভেঙে গেল) সে ঠিক করলেই হবে। ইলুশা জান। অন্য লোকের কাছে যেতে বলতাম না। কী করব? ডাক্তার যে রকম বলছে তাতে তোমাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ইলুশা এই সাগরকে সাক্ষী করে আমি বলছি একটুও দুঃখ করব না। তুমি অন্য কাকেও বিয়ে করতে পার। কোন বাধা দেব না।

ইলুশা

(ম্লান হয়ে) কিসের জন্য বিয়ে করছি জান, একথা বলছ কেন? আমাদের উদ্দেশ্য কি কেবল সন্তান লাভ করা?

মিলেস্তঁা

জানি, আমায় ভুল বুঝ না। এই কথা বলছিলাম ছেলে-মেয়েরও তো দরকার। জীবনটা না হলে কি রকম রঙ-চটা মরচে-পড়া মরচে-পড়া লাগবে।

ইলুশা

যাক্, ওসব ভেব না।

মিলেস্তঁা

না ভাবলে চলে?

ইলুশা

সে সাবধান হলেই হবে। জানা রইল।

মিলেস্তঁা

(কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে) তোমার ডাক্তার কী বলল?

ইলুশা

(পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে) এই। (হাত থেকে কাগজ নিয়ে পড়তে পড়তে মিলেস্তাঁ ইলুশার কাঁধের ওপর একটা হাত তুলে দিল। পড়া শেষ হলে কাগজখানা পাট করতে করতে)

মিলেস্তাঁ

ইলুশা, তোমার তো সবই ভাল বলছে। যদি আমার ঐ দোষটা না থাকত কী চমৎকার হত। ইলুশা, (কাছে টেনে) এস,—(মুখের ওপর মুখটা নামিয়ে এনে) ইলু-শা,—ইলু-শা, —ই-লু-শা। (মুখ তুলে) পড়ব শুনবে?

ইলুশা

পড়।

মিলেস্তাঁ পড়তে লাগল, ইলুশা মাঝে মাঝে শুনতে চেষ্টা করতে লাগল। তাছাড়া বেশির ভাগ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কয়েক মিনিট পরে ইলুশাকে অন্যমনস্ক দেখে—

মিলেস্তাঁ

(মুখ তুলে) ইলুশা—শুনছ না?

ইলুশা

শুনছি।

মিলেস্তাঁ

কী পড়ছি বল তো?

ইলুশা

কবিতা।

মিলেস্তাঁ।

(হেসে) কোথায় পড়ছি ?

ইলুশা।

(মিলেস্তাঁর মুখের দিকে চেয়ে) ও ভাল লাগছে না।

মিলেস্তাঁ।

তোমার কী ভাল লাগে ?

ইলুশা।

তোমার কাঁধের ওপর হাত রেখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে।

মিলেস্তাঁ।

সমুদ্র দেখতে ভালবাস। সে তো কেবল বিরাট আর বর্তমান। কবিতার মধ্যে এস এখানে বিরাটকে পাবে, অণুকে পাবে, এখানে অতীত পাবে, বর্তমান পাবে, ভবিষ্যৎ পাবে।

ইলুশা।

কিন্তু আমার এই সমুদ্রই ভাল লাগে।

মিলেস্তাঁ।

তার মানে মানুষের যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনশ্চক্ষু সেইটা তোমার এখনও ফোটেনি।

ইলুশা।

আমার ও চোখের দরকার নেই।

মিলেস্তাঁ।

(হেসে) ইলুশা, রাগ করবে না ? শোন ওই চামড়ার

চোখ জন্তুজানোয়ারেরও আছে। কিন্তু মনশ্চক্ষু একমাত্র মানুষেরই আছে। তাও সকলের নেই। তুমি তা হলে?

ইলুশা

(ভুরু কুঁচকে) আমাকে জন্তু বলছ?

মিলেস্তঁ

(ডান হাত দিয়ে আরো কাছে টেনে)—তুমি-ইলুশা-তুমি এই বিরাট পৃথিবীর সমুদ্রের তীরে কুড়িয়ে পাওয়া একটা রঙীন ঝিনুক। ইলুশা, তুমি হচ্ছ রঙ করা ঝিনুক, চলতি পথে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছি। তোমার চোখও নেই, কিছুই নেই।

ইলুশা

বিয়ে করব, একটা দিন ঠিক কর।

মিলেস্তঁ

দিন ঠিক করার কি আছে? যেদিন খুসি করলেই হল।

ইলুশা

বেশ একটা ঝড়ের রাত দেখে বিয়ে করা যাবে। যেদিন বেশ ঝড় থাকবে তোমাকে ডেকে পাঠাব। টেলিফোন করব। ঝড়ের রাতে আমাদের বিয়ে হবে।

মিলেস্তঁ

কাজ কিন্তু তখনি সেরে ফেলতে হবে। তারপর এরো-প্লেনে করে বেরিয়ে পড়ব।

ইলুশা

(চমকে) ঝড়ের রাতে। আমি বলছি যেদিন খুব ঝড় উঠবে সেদিন তোমাকে ডাকব।

মিলেস্তাঁ।

আমিও তাই বলছি। এরোপ্লেনে করে বার হব। ভয় কী? এরোপ্লেন উল্টে যাবে? ঝড়ের ঠিক ওপরটা দিয়ে উড়ে যাব।

ইলুশা।

হঠাৎ যদি ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাও।

মিলেস্তাঁ।

(হেসে) পাগল।

ইলুশা।

বিপদের মধ্যে গিয়ে লাভ কী?

মিলেস্তাঁ।

তুমি তো চাইছ বিপদের মধ্যে এগিয়ে যেতে। ঝড়ের রাতকে তুমিই তো পছন্দ করলে।

ইলুশা।

কিন্তু তাতে বিপদ কোথায়?

মিলেস্তাঁ।

বিপদ নেই কিন্তু বিপদের স্পর্শ আছে। আমি চাইছি বিপদের আলিঙ্গন। পৃথিবীর এই পরিপূর্ণ জীবন, আনন্দ, প্রীতি আর প্রাচুর্যে ভরা—এই জীবনে যদি বিপদই না রইল? এই পরিপূর্ণ জীবন উপলব্ধি করতে হলে চাই বিপদের তীব্র মাদকতা। তুমিও ঐ বিপদকে চাইছ। তফাৎ এই আমি চাইছি জেনে তুমি চাইছ না জেনে।

ইলুশা

আমার কবিতা মোটেই ভাল লাগে না। তাইতে হয়তো এত মনস্তত্ত্ব বুঝি না। সত্যই হয়তো ঝড়ের রাতকে ঐজন্য পছন্দ করেছি। আমার ভাল লাগে অঙ্ক। কী চমৎকার জিনিস তুমি তো বুঝবে না।

মিলেস্তঁা

ঐ এক অঙ্ক। ওতে আমার ভয় হয়।

ইলুশা

তুমি তারার দিকে চেয়ে থাক কবির চোখ নিয়ে, আমিও তারার দিকে চেয়ে থাকি দার্শনিকের চোখ নিয়ে। অনন্ত আকাশে ঐ যে অনন্ত জ্যোতিকণা তাদের মধ্যে যে এক বিরাট ছন্দ স্পন্দিত হচ্ছে তা আমি বুঝি। তুমি বুঝতে পার না।

মিলেস্তঁা

আমি বুঝি, তবে আমি কবির চোখে বুঝি। এই বিরাট বিশ্বকে যে রচনা করেছে সে কবি না দার্শনিক ?

ইলুশা

দার্শনিক।

মিলেস্তঁা

কিন্তু আমি বলি কোনটাই নয়। সে এক মাতাল।

ইলুশা

কেন ?

মিলেস্তঁা

মানুষের ইতিহাস জান। আজকের এই যে পৃথিবী

এ রকম পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়োজন? তোমাদের দার্শনিক চক্ষু অনন্তছন্দ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু সেই ছন্দের কারণ? সেটা তো আজও কেউ পেল না। পাগলামির কেউ কারণ পায় না। এই প্রাণধারা এগিয়ে চলেছে কিন্তু কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? এই প্রাণধারার প্রয়োজনই বা কী? কে উত্তর দেবে? পাগলামির কোন উত্তর নেই। আর যদি থাকে সেটাও একটা প্রলাপ।

ইলুশা

(হেসে)—তোমার সঙ্গে কথা বলে পারব না।

মিলেস্তাঁ

ইলুশা, কোল পাত। (ইলুশার পাটা বালির ওপর পেতে দিয়ে, কোলে মাথা রেখে শুয়ে) একটা গল্প বল। (হাতের বইটা ঝিনুক গুলোর ওপর রেখে, দুটো হাত নিজের বুকের ওপর জড় করে রাখল।)

ইলুশা

(মিলেস্তাঁর মাথায় চুলের মধ্যে ডান হাতের আঙুল-গুলো চালিয়ে দিয়ে) আকাশে কি রকম মেঘ জমেছে দেখেছ? এখন গল্প নয়, চল বাড়ি যাই সেখানে গল্প হবে।

মিলেস্তাঁ

না, এইখানেই বল।

ইলুশা

ভিজলে অসুখ করবে। ওষুধ খেতে হবে।

মিলেস্তঁা

ভয় কী? তার জন্য তো দাম লাগছে না।

ইলুশা

(বোঝাবার চেষ্টায়) অমনি পাওয়া যাবে বলেই অসুখ করতে হবে!

মিলেস্তঁা

(হেসে)—না, গল্প বল।

ইলুশা

আমার আর গল্প নেই।

মিলেস্তঁা

তোমাকে বলতেই হবে।

ইলুশা

জানলে তো বলব? ঐ দেখ একটা প্রজাপতি, কেমন উড়ে এসে⋯ধরবে?

মিলেস্তঁা

(উঠে বসে) কৈ (ইলুশা আঙুল দিয়ে দেখাল) একটা রুমাল (নিজের পকেট থেকে বার করে) তুমিও ওঠ। চেষ্টা কর না।

ইলুশা

না ধরতে হবে না। (হাত ধরে কোলের ওপর এনে শুইয়ে দিয়ে) বেশ এসে বসেছে। থাক—চাই না।

মিলেস্তঁা

ইলুশা-ইলুশা। এইজন্যই ভালবাসি। এ রকম খেয়ালী

কাকেও দেখিনি। এই বললে ধরতে, আবার এখনি চাই না। ইলুশা তোমার মত খেয়ালী মন পৃথিবীতে আছে তাই পৃথিবীটা স্বর্গ।

আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে মিলেস্তাঁ চুপ করল। আকাশে মেঘ ক্রমশ ঘন হয়ে জমতে লাগল। ইলুশাও দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে বসে রইল। আলো ক্রমশ মিলিয়ে আসতে লাগল। দুজনেরই ইচ্ছা আজ জলে ভিজবে।

হোটেলের একখানা ঘর। ঘরের ভেতর জিনিসপত্র বলতে একখানা বিছানাপাতা খাট, একখানা চেয়ার, আর একটা নীচু আলমারি। ঘরে এখানে একটা জিনিস, ওখানে একপাটি বুট, মেঝের ওপর একটা সার্ট পড়ে রয়েছে। মারষ্টা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। এমন সময় দরজা ঠেলে ইলুশা ঘরে ঢুকল। শব্দে মারষ্টা উঠে বসল।

ইলুশা

কী হয়েছে? (বিছানার ধারে এসে) মারষ্টা? (কপালে হাত দিয়ে দেখল)

মারষ্টা

বসবে না?

ইলুশা

বসছি। জ্বর আছে? ডাক্তার দেখিয়েছ? (চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে) কী বলল ডাক্তার?

মারষ্টা

(হেসে) বস, ঠাণ্ডা হও। কী বলছ বলতো?

ইলুশা

তোমার অসুখ ?

মারষ্টা

(সাপের মত, হেসে) অসুখ করেছিল। সেরে গেছে।

ইলুশা

(অবাক হয়ে) সেরে গেছে! আমায় চিঠি লিখলে! কালকে ফেলেছ, ভয়ানক অসুখ। আজ সেরে গেল।

মারষ্টা

না, আছে। একটু—খানিকটা আছে। (কথা ঘুরিয়ে) তোমার খবর কী ?

তোমার কথা! একবর্ণ বুঝলাম না।

মারষ্টা

(হেসে) ও বুঝতে হবে না। তুমি কেমন আছ বল ?

ইলুশা

ভাল আছি।

মারষ্টা

বাড়ির খবর ? তোমার ভাই, বোন, মা বাবা সকলে ?

ইলুশা

ভাল আছে।

মারষ্টা

(কী জিজ্ঞাসা করবে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল।) তুমি কেমন আছ ?

ইলুশা

(একটু অবাক হয়ে) বললাম তো, ভালই আছি।

মারষ্টা আবার চুপ করে বসে রইল। দুজনের মাঝখানে নিস্তব্ধতা জমতে লাগল।

মারষ্টা

(খানিক পরে) আজ এইখানে খেয়ে যাবে কেমন ? চা আনতে বলি ?

বল।

মারষ্টা

(হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে) ক ত্রিশ। চা আর কিছু খাবার। দুজন,—তাড়াতাড়ি। (ফোন রেখে) ইলুশা তোমাকে কেন ডাকছি জান ?

ইলুশা

না। (মুখের দিকে চেয়ে)—কী জন্য ?

মারষ্টা

তোমায় ডেকেছি। ইলুশা আমি, আমার সব কিছু দেব। ইলুশা আমি তোমাকে কতখানি চাই।

ইলুশা

(আগেই বুঝেছিল এই রকম কিছু একটা ঘটবে। বিদ্রূপ করে) এই কথা! বেশ তো, এই তো বসে আছি। আর কী চাও বল ?

মারষ্টা

না, আমি তোমাকে কতখানি যে···। কী বলব। তোমাকে ভালবাসি। এখানে কিছুদিন থেকে যাও।

ইলুশা

না।

মারষ্টা

আজ এখানে থাকবে তো?

ইলুশা

না। এই খাওয়া হলে দুপুরের দিকে চলে যাব।

মারষ্টা

দুপুরে কোথায় যাবে? (অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে) দুপুরে হয় না। এই তাতে বার হয় না। আজ এখানে থাক।

ইলুশা

সে সম্ভব নয়।

মারষ্টা

(কাতর হয়ে) ইলুশা,—না থাক লক্ষ্মীটি। এত কষ্ট করে এলে।

ইলুশা

(বিদ্রূপ করে) তাতে কী হয়েছে। তুমি ভালবাস, আজ খাওয়াবে! যথেষ্ট হল না? কতটা ভালবাস?

মারষ্টা

(বিছানা থেকে নেমে ইলুশার পাশে এসে দাঁড়াল। চেয়ারের হাত থেকে ইলুশার ডানহাতটা তুলে) ইলুশা,

লক্ষ্মীটি। একটি বার। তোমায় কত ভালবাসি।

ইলুশা

(একবার মারষ্টার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর চোখ নামিয়ে নির্বিকার চিত্তে) আমি কি বলছি ভালবাস না ?

মারষ্টা

আমাদের প্রেম, ইলুশা। প্রেম তাহলে সার্থক কোথায় ? চা খেয়ে কেমন ?

ইলুশা

(নির্বিকার) চা খেয়ে কী ?

মারষ্টা

ইলুশা, লক্ষ্মীটি।

ইলুশা

(দৃঢ়ভাবে) না।

মারষ্টা

ইলুশা, আমার কথা রাখ। কী ক্ষতি বল ? বাধা দিচ্ছ কেন ?

দরজায় কে ধাক্কা দিল।

মারষ্টা

(ইলুশার হাত ছেড়ে) এস—(চা, আর খাবার নিয়ে একজন বয় এসে ঢুকল) ঐখানে, আলমারিটার ওপর। (বয় আলমারির ওপর যা এনেছিল নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে চলে গেল) এস, খাবে এস। (মারষ্টা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ইলুশাও পাশে এসে দাঁড়াল) চা ঢালব ?

ইলুশা

না, আগে এগুলো খাই। (ইলুশা খেতে লাগল)

মারষ্টা

খেয়ে নিয়ে? কেমন?

ইলুশা

(ঠিক সেই রকম ভাবেই) না।

মারষ্টা

না নয়। তোমার ভয় কী? এতে কোন ক্ষতি নেই। বন্ধু হিসাবে বন্ধুর জন্য না হয় ক্ষতি স্বীকার করলেই।

ইলুশা

যদি না থাম, তাহলে আমায় এখনি যেতে হয়। তার মানে বুঝছ এ বেলা খাওয়া হবে না।

মারষ্টা

না, সে কী! যাওয়া! যেতে দেবে কে! (ইলুশাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে) ইলুশা…। (পোশাকটা খুলবার চেষ্টা করল)—ইলুশা—

ইলুশা

(সজোরে নিজেকে মুক্ত করে) চা খাবে না? মারষ্টা. তোমার সাহস অত্যন্ত। এখনও বলছি সাবধান। এখনি বিপদে ফেলতে পারি।

মারষ্টা

(দার্শনিকের মত গম্ভীর ভাবে) ইলুশা—কেন বাধা দিচ্ছ? কদিনের জন্য এসেছ। তাতেও যদি জীবনটা ভোগ

না করলে। ইলুশা—লক্ষ্মী-সোনা। ইলুশা—জানি তুমি আমাকে হয়তো ঘৃণা করছ। কিন্তু এ কি আমি এ কী বলব, যা বলবে, প্রকৃতি বলতে পার, রাসায়নিক ধর্ম বলতে পার, জীবধর্ম বলতে পার। তুমি আমি কেবল নিমিত্ত। ইলুশা শুনছ!

ইলুশা

(নির্বিকার চিত্তে এককাপ চা ঢেলে চুমুক দিতে দিতে) শুনছি, তারপর?

মারষ্টা

(মরিয়া হয়ে) দেখ ইলুশা, ঠাট্টা করছি না। এইটাই জীবের ধর্ম। এইটাই শাশ্বত। (কবিত্ব করবার হাস্যকর প্রচেষ্টা করে) আমি তোমায় চাই।

ইলুশা

(বিদ্রূপ করে) দেখ ন্যাকামি ছাড়, রাজি নই।

মারষ্টা

কেন?

আমার মা হবার এখন প্রয়োজন নেই।

মারষ্টা

ওঃ (আশ্বস্ত হয়ে) সে ব্যবস্থা করে রেখেছি কিছু ভয় নেই।—এই দেখ (ইলুশাকে সরিয়ে আলমারি খুলতে খুলতে) সে ব্যবস্থা আমার আছে। (আলমারি খুলে) এই দেখ।

ইলুশা

দেখে লাভ নেই। আমি পণ্যাস্ত্রী নই।

মারষ্টা

ইলুশা কী বলছ!—তারা ব্যবসা করে। তুমি বন্ধুর অনুরোধে। এ রকম ছোট করে ভাব কেন?

ইলুশা

আজকের এই পৃথিবীতে এ ব্যবসার কী প্রয়োজন? খাবার আজ সাধারণের সম্পত্তি। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু রাষ্ট্র দিচ্ছে। তবু যে নিজেকে এভাবে বিক্রি করে তার মনটা কতটা হীন, কতটা জঘন্য।

মারষ্টা

তুমি তো বিয়ে করবে?

ইলুশা

নিশ্চয় করব।

মারষ্টা

তখন?

ইলুশা

তখন মানে? সন্তানের প্রয়োজন হলে স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করব। কিন্তু তুমি কে?

মারষ্টা

(ইলুশার কাঁধের ওপর ডানহাতটা রেখে) ইলুশা, আমার কথা রাখবে না!

ইলুশা

(চায়ের খালি কাপটা আলমারির ওপর রেখে)—চা খেলে না ? খাবার জুড়িয়ে গেল।

মারষ্টা

না ইলুশা। কয়েক মুহূর্ত একটু আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতাম। তুমিও আনন্দ পেতে।

ইলুশা

এই কি আনন্দ গ্রহণের ইন্দ্রিয় ? আর তার জন্য নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেব ?

মারষ্টা

ইলুশা যদি জোর করি। ঘরে দরজা বন্ধ। চীৎকার করলে বাইরে কেউ শুনতে পাবে না।

ইলুশা

জোর কর, আমিও জোর করতে জানি।

মারষ্টা

আমার সঙ্গে তুমি পারবে না ৷

ইলুশা

কিন্তু তারপব, কোর্টে গিয়ে। তোমার চিঠি বাড়িতে আছে, নষ্ট করিনি। সন্তান যদি হয় রাষ্ট্র ভার নেবে। আমি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসব। আর এই জোর করার জন্য তোমাকে সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মারষ্টা

(চটে গিয়ে) জানি ইলুশা। তোমাদের আজ চিনলাম।

বন্ধুত্ব বলে একটা জিনিস আছে। সেটাকে তোমরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখ না। আজকের পৃথিবীতে তোমরাই যেন দেবতা হয়ে বসেছ। সমাজ এতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

ইলুশা

(গম্ভীর হয়ে) তোমাদের মত লোক থাকতে ভাবনা? ভাঙ্গা সমাজ তোমরা জুড়ে দেবে। এবার কর্পোরেশন রিপোর্ট দেখেছ?

মারষ্টা

আমার দেখে দরকার নেই।

ইলুশা

ঠিক কথা।

মারষ্টা

তাহলে তুমি যেতে পার। দুপুর বেলা অবধি থাকলে তোমার কষ্ট হবে।

ইলুশা

(বিদ্রূপ করে) মারষ্টা শোন, রাগ কোরো না। দুপুর বেলা খেয়ে যাব না?

মারষ্টা

থাক। নমস্কার। (দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে ধরে) নমস্কার।

ইলুশা

(হাসতে হাসতে) মারষ্টা চললাম। (দরজা দিয়ে যেতে যেতে) মারষ্টা নমস্কার।

ইলুশা দরজার বাইরে পা দিতেই মারষ্টা দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় 'হয়ে শুয়ে পড়ল।

—০—

একখানা লোহার খাটের ওপর ইলুশা শুয়ে। পাশেই একটি ছোট্ট মেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। মেয়েটিকে ফুলের মত দেখতে। বিছানার ধারে মিলেস্তাঁ একখানা চেয়ারে বসে।

মিলেস্তাঁ

হাসপাতাল থেকে আসতে গাড়িতে কোন কষ্ট হয়নি?

ইলুশা

না।

মিলেস্তাঁ

কিছু খাবে?

ইলুশা

না।

মিলেস্তাঁ

অনেকক্ষণ কিছু খাওনি। খাও না।

ইলুশা

(হেসে) এ কি! আমি অতিথি নাকি যে সাধছ!

মিলেস্তাঁ

না, কিছু খাওনি।

ইলুশা

(হেসে) দরকার হলেই চাইব। কোন ভাবতে হবে না। তারপর শোন—আমার বিছানার পাশেই যে খাটটা ছিল

সেই খাটে আর একটি মেয়ে ছিল। তারও একটি মেয়ে হয়, প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গে। সেদিন পাঁচদিন। বিছানায় বসে মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ কি রকম করে হাত থেকে মেয়েটা মাটিতে পড়ে গেল। একেই বলে বরাত। পাঁচদিনের মেয়ে, কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল। নার্স ছুটে এল। কত চেষ্টা করল মেয়েটাকে থামাবার জন্য, কিছুতেই কিছু হল না। তারপর যখন থামল একেবারেই থামল। আর তার মার, সে কী অবস্থা। তার অবস্থা দেখে নার্সগুলোও কেঁদেছে। হাস-পাতালে তারপর আর দুদিন মাত্র ছিল। যাবার দিন একে কোলে নিয়ে কত আদর করলে। আমার তখন প্রাণ ধুক্‌পুক্‌ করছে। এই বুঝি ফেলে দেয়। মুখেও বলতে পারছি না। তারপর যখন যায় সে কী মিনতি। এর নাম যেন 'ইরিশ' রাখি। সে যেন হাতে পায়ে ধরা। তাকে বললাম রাখব। কিন্তু তাতেও যেন বিশ্বাস হয় না। আমাদের ঠিকানা নিয়ে গেছে। আসবে বলেছে।

মিলেস্তঁ।

(একটা নিশ্বাস ফেলে) 'ইরিশ' রাখছ তাহলে ? ইরিশ্‌ বেশ নাম। কাগজখানা কোথায় ?

ইলুশা

কী কাগজ ?

মিলেস্তঁ।

ওষুধের কাগজ।

ইলুশা

ঐ টানাটার মধ্যে তুমিই তো রাখলে।

মিলেস্তঁা টানা থেকে কাগজখানা বার করে পড়ে, আবার তুলে রেখে দিয়ে, ইলুশার পাশে, ইরিশের মাথার কাছে বসল।

মিলেস্তঁা

(আর একটা কাগজ পড়তে পড়তে) এখনও তিনদিন শুয়ে থাকতে হবে।

ইলুশা

(হেসে) পাগল! তিনদিন কে শুয়ে থাকবে? এইবার উঠে কাজ করব দেখ না।

মিলেস্তঁা

কী কাজ করবে? উঠ না। দুদিন চুপ করে শুয়ে থাক।

ইলুশা

ডাক্তারে ও রকম বলেই থাকে। ঘরটা কী করে রেখেছ বল দেখি?

মিলেস্তঁা

আমি করিনি, আপনি হয়েছে।

ইলুশা

(হেসে) বেশ হয়েছে। যদি মরে যেতাম?

মিলেস্তঁা

(হেসে) মরে যেতে? এত কথা কোথা থেকে শিখলে? একটা যে ওষুধের কথা লিখেছে। ও ওষুধ তো আসেনি?

ইলুশা

আজ দেবার কথা। তুমি গিয়ে নিয়ে এস।

মিলেস্তঁা

আবার এতখানি যাব। কাছাকাছি কোন দোকান থেকে আনলে হয় না?

ইলুশা

ওখানে অমনি পাবে। কাছাকাছি দোকানে আমার টিকিট চলবে না।

মিলেস্তঁা

(ইরিশের মাথায় আস্তে আস্তে হাত দিয়ে) এ তোমার মেয়ে। আমার কোন অংশই এর মধ্যে নেই।

ইলুশা

(কথাটা উড়িয়ে দিয়ে) কিন্তু দেখ মুখখানা ঠিক তোমার মত। তোমার মতই বদমায়সি মাখান।

মিলেস্তঁা

(নীচু হয়ে, ইলুশার মুখের ওপর মুখ রেখে) আমাকে কী বদমায়সি করতে দেখলে?

ইলুশা

(হেসে) এই কদিন বাড়ি ছিলাম না। কাপড় জামা ছড়িয়ে, ফেলে, কী করে রেখেছ বল দেখি? আমার ওপর রাগ করে এই রকম দুষ্টামি করেছ না?

মিলেস্তাঁ

(দোষ স্বীকার করে)—না—না। তুমি—সত্যি খেয়াল ছিল না।

ইলুশা

বড় হলে একে কী শেখাবে ?

মিলেস্তাঁ

(সোজা হয়ে বসে) বড় হলে ? আমি কী শেখাব ! যা চায় শিখবে। আমার কোন আপত্তি নেই।

ইলুশা

আমার ইচ্ছা ওকে ডাক্তার করব।

মিলেস্তাঁ

কেন ?

ইলুশা

নিজের ডাক্তার হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হতে পারিনি। কি রকম একটা ভয় করে অথচ ইচ্ছাটাও ছিল ষোল আনা।

মিলেস্তাঁ

(হেসে) তাই ওকে দিয়ে আশা মেটাতে চাও ?

ইলুশা

(উত্তর না দিয়ে) কিছুই খবর রাখি না অথচ আমাদের ভেতরে এক বিরাট কারখানা কাজ করছে,...কত জটিল তার যন্ত্রপাতি—কত জটিল তার কাজ করা।

মিলেস্তাঁ

আমার ইচ্ছা করছে গান শেখাব। বাগানের মধ্যে বসে

বসে গান গাইবে ; হঠাৎ আমাদের দেখে ছুটে এসে বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে আব্দার করবে। আবার এমন একদিন আসবে যখন গান শুনিয়ে সোনার সংসার তৈরি করবে।

ইলুশা

গান আর ডাক্তারি দুটো সম্ভব নয়। যে কোন একটা হতে পারে। আমারটাই হবে।

মিলেস্তঁা

কেন ? আমারটাই বা নয় কেন ?

আমার কেবল মনে হচ্ছে যেন আমিই ওর মধ্যে আলাদা হয়ে রয়েছি। অথচ ওর যখন ক্ষিধে পাচ্ছে আমার পাচ্ছে না। ও যখন হাসছে আমার হাসি পাচ্ছে না। ও যখন কাঁদছে তখন কেবল কাঁদতে ইচ্ছা করছে। দুজনে মনে হচ্ছে যেন এক কিন্তু তবু যেন আলাদা।

মিলেস্তঁা

(মুখ টিপে হাসতে হাসতে) কিন্তু ওর ক্ষিধে পেলে আমার ক্ষিধে পাচ্ছে। হাসলে আমারও হাসতে ইচ্ছা করছে। আমার সঙ্গে যেন এক মনে হচ্ছে।

ইলুশা

(হাসি মুখে) মিথ্যা কথা।

মিলেস্তঁা

আমি মিথ্যা কথা বলি না।

ইলুশা

(হাসতে হাসতে) মিথ্যা কথা কী করে বলতে হয় তাও বোধ হয় জান না ?

মিলেস্তঁা

(কী একটা ভাবতে ভাবতে) কিছুদিন চল বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। কোন স্বাস্থ্যকর যায়গায়।

ইলুশা

কেন ? কার আবার স্বাস্থ্য খারাপ হল ?

মিলেস্তঁা

খারাপ কারো হয়নি। বেশ বাইরে গিয়ে ঘুরে আসা যাবে। কোন সমুদ্রের ধারে গেলে সমুদ্র স্নানও হবে, সকাল বিকেল সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখাও যাবে।

ইলুশা

আমার কিন্তু এখান ছেড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতে ইচ্ছা করে না।

মিলেস্তঁা

তার মানে অন্য কোথাও কোনদিন যাওনি। ঘরকুনো।

ইলুশা

(বিস্ময়ে) মানে। এই তো ও বছর পঞ্চমজর্ দ্বীপে গিয়েছিলাম। তারপর সেখান থেকে বুর্ডো, বুর্ডো থেকে সানফ্রান্সিস্কো। প্রায় তিনমাস বাইরে বাইরে কাটালাম। প্রত্যেক বছরই তো যাওয়া হয়। কিন্তু মন আমার বাড়ির কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

মিলেস্তাঁ

দেখা যাক এবার পারে কিনা? যাবার ব্যবস্থা করে ফেলি কেমন? (মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনে) কেমন? কেমন?

মিলেস্তাঁ মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। ইলুশা কোন উত্তর দিল না। জীবনটা যেন ফলে ফুলে ভরে গেছে। এই ভরে যাওয়ার আনন্দে দুজনে চুপ করে বসে রইল। খোলা জানলার বাইরে অবাধ নীল আকাশও যেন আনন্দে ভরে উঠল।

ইরিশকে কোলে নিয়ে ইলুশা একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। বেঞ্চির সামনে থেকে একটা আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে। পথটা শেষ হয়েছে ছোট্ট ছবির মতন একখানা বাড়ির সিঁড়ির কোলে। বাড়িটার চারপাশে বাগান, বেঞ্চিটা বাগানে ঢুকতে বাঁদিকে। সিঁড়ির ওপর মিলেস্তাঁ দাঁড়িয়েছিল। সিঁড়ি থেকে নেমে বেঞ্চিতে ইলুশার পাশে গিয়ে বসল।

মিলেস্তাঁ

আজ প্রোগ্রাম দেখেছ?

ইলুশা

কিসের?

মিলেস্তাঁ

থিয়েটারের? আজ কী আছে?

ইলুশা

বলতে পারছি না,—বোধ হয় 'তুষার'

মিলেস্তাঁ।

বইটা খুব ভাল, পড়নি ?

ইলুশা।

না, শুনছি হিমালয়ের ওপর কোথায় ষ্টেজ করেছে।

মিলেস্তাঁ।

পটভূমিটা বেশ ভালই হবে।—একেবারে জীবন্ত পটভূমি।

ইলুশা।

পাঁচটা বাজতে দুমিনিট। দেখতে চাও তো ওঠ।

মিলেস্তাঁ।

চল। ওকে দাও।

ইরিশকে মিলেস্তাঁর কোলে দিয়ে, দুজনে বেঞ্চি থেকে উঠে এল। বারাণ্ডায় একখানা বড় কৌচ পাতা। তাইতে মিলেস্তাঁ গিয়ে বসল। ইরিশকে পাশে বসাল। ইলুশা দেওয়ালে সুইচ্ বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে টিউন্ করতে লাগল। তারপর টিউন্ করে, আর একটা সুইচ্ জ্বেলে দিয়ে মিলেস্তাঁর পাশে গিয়ে বসল। কৌচের সামনে দেয়ালে ছবি ফুটে উঠল। দূরে অস্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছিল এভারেষ্ট। এভারেষ্টের পায়ের কাছে জমা তুষারের ওপর একটি মেয়ে নাচছে। ওদিকে তুষার বৃষ্টি চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহাড়ী ঝড়ের আওয়াজ তাল দিয়ে যাচ্ছে।

মিলেস্তাঁ।

চমৎকার !

নাচতে নাচতে মেয়েটি যেন তুষারে পরিণত হয়ে গেল। তারপর এক বিরাট ঝড়ের সঙ্গে দিগন্তে উধাও হয়ে গেল। আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল দূরে এভারেষ্ট।

ইলুশা

বেশ সুন্দর হয়েছে। কে পরিচালক? (ছবিতে ছোট্ট একটা পাখী উড়ে এসে বসল। সেটাকে পাখী বলা যায় না। তবে ডানা আছে।) ওটা কী পাখী?

মিলেস্তাঁ

কতদিন ছবিটা হবে?

ইলুশা

একমাস তো নিশ্চয়। (মিলেস্তাঁ উঠে গিয়ে সুইচ্ বন্ধ করে কৌচে এসে বসল। ইলুশা আশ্চর্য হয়ে) বন্ধ করলে?

মিলেস্তাঁ

কাল দেখা যাবে। ইরিশকে নাও। (ইলুশা হাত বাড়িয়ে ইরিশকে কোলে তুলে নিল) নাচটা চমৎকার হয়েছে।

ইলুশা

বন্ধ করলে কেন?

মিলেস্তাঁ

এত ভাল লাগল। কী চমৎকার। আর কিছু দেখবার ধৈর্য এখন নেই। এত সুন্দর হয়েছে। মনটা একেবারে ভরে উঠেছে।

ইলুশা

(ইরিশকে মাটিতে নামিয়ে) ইরিশ, যা খেলা কর। (মিলেস্তাঁকে) মানুষের সেই যে একটা বিরাট দুর্দশা আর দৈন্যের দিন গেছে তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল আজ এই রকম উন্নতি সম্ভব?

মিলেস্তঁা

কিন্তু তাদের দোষ দিয়ে লাভ কি? এটা তো ঠিক তারা একেবারে গাধা ছিল না। তাদের উপায় ছিল না।

ইলুশা

মানছি। কিন্তু তাই বলে কি তাদের রুচিও থাকবে না! সে যুগের কোন থিয়েটারে গিয়েছ?

মিলেস্তঁা

না।

দেখে অবাক হয়ে যাবে। সামনে একটা উঁচু যায়গা, সেইখানে কাপড় আর ছবি টাঙিয়ে পটভূমি তৈরি করা হত। তার সামনে চেয়ার পাতা। সেখানে দুশো থেকে তিনশ লোক বসে দেখত। তারপর অন্ধকার করে দেওয়া হত। দরজা জানলাও বন্ধ করে দেওয়া হত। যেন খাঁচায় পুরে পাখীকে উড়তে শেখান। চারদিক যদি খোলা না হয়, যদি উদার বাতাস আর অবাধ আলো এসে মনটাকে পালিশ করে না যায় তাহলে আর্টের মত সুন্দর একটা জিনিস উপলব্ধি করা সম্ভব?

মিলেস্তঁা

বুঝেছি। কিন্তু তাদের ঐ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ইলুশা

তারপর এক ঘর লোক কাঠের মত বসে বসে অভিনয়

দেখবে। এতে কোন কিছু কি প্রকৃত দেখা হয়? সামনে যদি তৃতীয় ব্যক্তি কেউ বসে থাকে, আবার সে যদি অপরিচিত হয় মনটা সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে না? আজকাল নির্জনে বসে দেখতে পার। তুমি হয়তো ছবি দেখছ বাইরে ঝর ঝর করে জল পড়ছে, কি চাঁদের আলো অজস্র ধারায় নেমে এসেছে, প্রকৃতির কোলে বসে এই ভাবে থিয়েটার দেখা—এ তারা কল্পনা করতেই পারত না।

মিলেস্তাঁ

কিন্তু এ জিনিস তো তাদেরই। না হয় আমরা তাকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে এসেছি। (ইরিশ সিঁড়ি দিয়ে নামছিল) ঐ দেখ, নামছে।

ইলুশা

(ছুটে এসে কোলে তুলে) দুষ্টু, কোথায় নামছিলে। দুষ্টু-ইরি-মা। ইরি-মা-দুষ্টু। (ফিরে এসে কৌচে বসে) সামনে যদি অপরিচিত কেউ থাকে মন তো সেদিকে সজাগ হয়ে থাকেই। ঘরে যদি এক ঘর লোক থাকে মনের মধ্যে সেই এক ঘর লোকের ছায়া পড়বে। মন তো একেবারে স্বাধীন হতে পারে না, অবচেতন মন সজাগ হয়ে রইলই। এখানে উপলব্ধি আসতেই পারে না।

মানছি। আবার এমন এক সময় আসবে তখন আরো কত কত উন্নতি হবে। সে কথা আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না।

ইলুশা

হবেই তো।

মিলেস্তাঁ

তারাও আমাদের রুচিকে তখন উপহাস করবে। তোমার মত। তুমি যেমন তাদের রুচিকে উপহাস করছ।

ইলুশা

উপহাস করিনি। এমনি কথার কথা বলছিলাম।

মিলেস্তাঁ

নাচটা সত্য সুন্দর হয়নি ?

ঝড়ের সাথে মিলিয়ে যাওয়াটা আরোও সুন্দর হয়েছে। আর ঝড়ের ডাকটা।

মিলেস্তাঁ

চল, গিয়ে শুয়ে পড়ি। দরজাটা খুলে রাখলে দেখতে পাওয়া যাবে। (সুইচ্ আবার জ্বেলে দিয়ে ঘরের মধ্যে যেতে যেতে) হেনাগুলো কখন আনলে ?

ইলুশা

এই একটু আগে।

মিলেস্তাঁ আর ইলুশা ঘরে গিয়ে ইরিশকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে নিজেরাও শুয়ে পড়ল। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল দেওয়ালের ওপর এভারেষ্টের চূড়াটা ফুটে রয়েছে। আর ভীষণ ঝড় হচ্ছে।

কী চমৎকার ঝড়টা হচ্ছে।

ইলুশা

চুপ কর। ঝড়ের সাথে গানটা শোন।

মিলেন্তা

কই গান? ও তো শোঁ শোঁ শব্দ।

ইলুশা

(হেসে) বক্ বক্ করলে শুনবে কী।

দুজনে চুপ করে শুয়ে গান শুনতে লাগল। তারপর ঝড় থামল। একটি ছেলে, গায়ে লোমের কোট, দেখা গেল সেইখানে কী যেন খুঁজছে। মিলেন্তা উঠে গিয়ে আবার বন্ধ করে দিয়ে এল।

ইলুশা

(একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে) আমায় দেখতে দেবে না? (ইরিশ শুয়ে শুয়ে খেলা করতে লাগল)

মিলেন্তা

আগে ঝড়ের গানটা কি রকম হয়েছে বল?

ইলুশা

ছবিটা আমায় দেখতে দিলে না।

মিলেন্তা

কাল দেখ না।

ইলুশা

প্রথমটা ভাল লাগছিল, শেষটায় বিশ্রী লাগল।

মিলেন্তা

আমার কিন্তু শেষটাই ভাল লাগল।

ইলুশা।

সত্য বলছ? প্রথমে তো বক্ বক্ করছিলে। যদি না বলতাম?

মিলেস্তঁ।

কাল শুনতে পেতাম। অন্যদিন পেতাম। গানটার মধ্যে কেমন একটা চমৎকার সুর ছিল। যেন মানুষও এ রকম ঝড়ের মত চারদিক ভরিয়ে ছুটে চলেছে।

ইলুশা।

আমার মনে হল ঝড় যেন সকলকে বলছে ঝড়ের সাথী হতে।

মিলেস্তঁ।

তাও হতে পারে

ইলুশা।

তুমি কান দিয়ে শোননি। ঝড় আমাদের ডেকে বলছিল তার হাত ধরে আমরাও যেন ছুটে চলি।

মিলেস্তঁ।

না হয় তাই হল। তুমি যে রকম করে একটা জিনিসকে নেবে আমায় যে ঠিক সেইভাবেই সেটাকে নিতে হবে তার মানে? যার মন যে রকম ভাবে উপলব্ধি করতে চায় করুক।

ইলুশা।

আচ্ছা, তোমার তো কবিতা আর গান ভাল লাগে। সুর আর পটভূমি দিয়ে এই গানটাকে ফোটান হল। সুর না দিয়ে কেবলমাত্র পটভূমি দিয়ে গান ফোটান যায় না?

মিলেস্তাঁ।

পটভূমি গান ফোটাতে পারে কিন্তু সাধারণে কি সে গান ধরতে পারবে ? তারপর তোমার মনে যে পটভূমি ঝড়ের গান তুলবে আমার মনে সেই পটভূমি ঝড়ের গান নাও তুলতে পারে। সুরটা তাই দরকার।

ইলুশা।

সুর থাকলেও তো ভুল হতে পারে। সাধারণে নাও ধরতে পারে। গান থাকলে আরো পরিষ্কার ও সহজ হত।

মিলেস্তাঁ।

গান থাকলে সহজ হয়। কিন্তু কি রকম সহজ জান ? এরোপ্লেনে করে এভারেষ্ট পার হওয়ার মত সহজ। আনন্দ কিছুই পেতে না। সুরটা থাকলে ঠিক অতটা সহজ হয় না। তাহলেও আনন্দ পাওয়া যায়। আর কেবল পটভূমি মানে গাইড, কি ম্যাপ্-কম্পাস্ কিছুই না নিয়ে ঘুরে বেড়ানর মত। গন্তব্য স্থানে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ।

ইলুশা।

আজ একটু বেড়াতে যাবে না ?

মিলেস্তাঁ।

কখন যাব ? আর সময় কই ?

ইলুশা।

ঘরে বসে রইলে। ওটাও ভাল করে দেখতে দিলে না।

মিলেস্তাঁ।

(বুকের ওপর নিবিড় ভাবে টেনে নিয়ে) রাগ করছ ইলুশা।

রাত্রি বেলা ইলুশা আর মিলেস্তাঁ ঘুমচ্ছে। ইরিশ আর একটা খাটে ঘুমচ্ছে। ইরিশের বয়স বছর তিনেক। মাথার দিকে একটা টেবিলের ওপর একখানা কাঁচের ডিসে কতকগুলো ফুল। গন্ধে ঘরখানা ভরে গেছে।

মিলেস্তাঁ।

কে? কে? (দুজন লোক এসে মিলেস্তাঁর পাশে বসল) কে তোমরা? কী চাই?

দুজনে

মিলো, মিলন। (তিনজনেই পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল। তিনজনেই এক রকম দেখতে, কেবল তাদের নামই যা আলাদা)

ইলুশা

. কে? কে? (দুজন স্ত্রীলোক এসে ইলুশার পাশে বসল) কে তোমরা? কী চাই?

দুজনে

ইলেকট্রা—ইলা।—(তিনজনে পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তিনজনেই এক রকম দেখতে কোন তফাৎ নেই।)

ইরিণ

কে? তুমি কে? এস, এস! (দুটি ছোট ছোট মেয়ে এসে ইরিনের পাশে বসল। একজনের বয়স মাস দেড়েক হবে)

দুজনে

ইরিন্, ইরা। (এ যেন তিনজনে তিনখানা ফটো)

মিলো

সারা জীবনটা আমি পেয়েছি দুঃখ কষ্ট আর অত্যাচার। সারা জীবন করেছি দাসত্ব।

মিলন

আমাকেও তাই করতে হয়েছে। একখানা প্রাসাদ হতে আস্তে আস্তে এক একখানি করে ইঁট খুলে নিলে যেমন অবস্থা হয় একটা অদৃশ্য শক্তি ঠিক তেমনি অবস্থায় আমার জীবনটাকে নিয়ে এসে ফেলেছিল। তারপর একদিন চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল।

মিলো

(মিলেস্তাঁকে) তোমরা আজ বেশ শান্তিতেই জীবন কাটাচ্ছ। তোমদের দেখে হিংসা হয়, আবার আনন্দও হয়। তোমাদের জীবনটা কত সুখের!

মিলেস্তাঁ

(ম্লান হেসে) সুখের বলছ। কিন্তু আমাদের জীবনে আজ কোন সুখ নেই। আজকের জীবন এক বাঁধা খালের মধ্য দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে। অফিসের দিন হলে

অফিস যাওয়া, নয়তো বেড়াতে যাওয়া। আর তাও যদি না হয় বাড়ি বসে থিয়েটার দেখা। এই আজ জীবন। কোন নতুন কিছু কোনদিন ঘটবে না। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সেই সব পূর্বপুরুষেরা যা করে গিয়েছেন আমাদেরও তাই করতে হবে, আমাদের সন্তানদেরও তাই করতে হবে। কোথাও একটু বৈচিত্র্য নেই। খাবার ভাবনা নেই, সম্পত্তির ভাবনা নেই, কাপড় জামার ভাবনা নেই। অসুখ করলে ওষুধের ভাবনা নেই। আজ একটা বিরাট অলসতার সাধনা করছি। এই অলসতা আজ আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। নিশ্বাস ফেলতে পারছি না।

মিলন

তাহলেও তোমরা সুখে আছ।

মিলেন্তাঁ

দূর থেকে তাই মনে হয়। গল্প শুনেছি কয়েক শবছর আগে পৃথিবীতে লোকেরা দিনে দুতিন ঘণ্টা ঘুমাত আর একুশ বাইশ ঘণ্টা এক মুঠো ভাতের জন্য ছুটাছুটি করে বেড়াত। আমার মনে হয় তারাই সুখে ছিল। তাদের ভাবতে হত না। ভাববার তারা কোন সময় পেত না। জন্মাত, সারা জীবন মুখে রক্ত তুলে খাটত, তারপর খাটতে খাটতে মুখ থুবড়ে পড়ে একদিন মারা যেত। আর আমরা? আমাদের আজ করবার কিছুই নেই। এক বিরাট কর্ম্মহীনতা পাগল করে তুলেছে।

ইলেকট্রা

তাহলেও তোমাদের জীবনে সুখ আছে। তোমাদের ছেলে মেয়েদের সিংহের মুখে দেওয়া হয় না। ছেলে মেয়ে তোমাদেরই থাকে, কুকুরের মুখে ফেলে দিয়ে আনন্দে কেউ চীৎকার ওঠে না।

ইলা

তোমাদের ছেলে মেয়েদের না খেয়ে মরতে হয় না।

ইলুশা

আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ বেঁচে থাকে। কিন্তু কী জন্য তারা বেঁচে থাকে বলতে পার? এ বাঁচার কোন দাম আছে? এ বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকা। নয় কি? তার চেয়ে মরে যাওয়া, ছেলে বয়সেই শেষ হয়ে যাওয়া সেটাই কি ভাল নয়? উদ্দেশ্যহীন হয়ে বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বলতে পার হয়তো মরে গেলে আঘাত পাব। কিন্তু সত্য বলছি আমাদের সেই অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা যে আঘাত পেত আমরা সে আঘাত পাব না।

ইলেকট্রা

(আশ্চর্য হয়ে) সন্তানের মৃত্যুতে তোমরা কোন আঘাত পাও না!

ইলুশা

না। যেটুকু পাই সেটুকু অতি সামান্য। সন্তানের ওপর আমরা কোন আশাই রাখি না। কারণ বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সন্তানের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না সন্তানকে

ভালবাসা স্বাভাবিক তাই জন্য যা একটু কষ্ট হতে পারে, তাছাড়া আর কিছুই নয়। কি রকম জান? যেন এক উৎসবে অনেকগুলো আলো জ্বলছে তার মধ্যে হঠাৎ একটা নিভে গেল। এবং এই নিভে যাওয়ার দুঃখটুকু ছাড়া আর কোন দুঃখই নেই। আর একটা জিনিস আজকাল কেউ আর ছেলে বয়সে মরে না। বাপমাকে আজকাল সন্তানের মৃত্যু দেখবার দুর্ভোগ ভোগ করতেই হয় না।

ইলেকট্রা

আচ্ছা ভেবে দেখ, তোমরা গান গেয়ে সারা জীবনটা কাটাতে পার।

ইলা

তোমরা ছেলেমেয়ে আর স্বামী নিয়ে সুখে জীবনটা কাটাতে পার।

ইলুশা

ঠিক তাই নয়। আজকের স্বামী ঠিক তত নিকট মনে হয় না। তার কারণ স্বামীর কোন দুঃখই স্ত্রীকে ভোগ করতে হয় না। যেটুকু সুখ সেটুকুও কেউ অপরের সাথে ভোগ করবার অপেক্ষায় বসে থাকে না। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে একদিনও মাথা ঘামাতে হয় না। সবই যেন কে করে দিচ্ছে। যেটি চাইছি সেটাই হয়ে যাচ্ছে। অপরের সঙ্গে বসে সুখ দুঃখের ভাগ গ্রহণ করতে হলে বন্ধনটা দৃঢ় হয় কিন্তু সে সুযোগ কোথায়? সবই আজ ফাঁকা ফাঁকা,—সবই আজ স্বয়ং সম্পূর্ণ।

ইলেকট্রা

তোমরা কি তবে সেই আমাদের সময়টাকে ফিরিয়ে আনতে চাও ?

ইলা

তোমরা কি চাও তোমাদের ছেলেমেয়েরাও না খেয়ে মরবে ? আর সেই দুঃখের মধ্যে তোমরা তৃপ্তি পাবে।

ইলুশা

কখনই নয়। সে দিন চাইছি না। আজকের এদিনও চাইছি না। চাইছি আর একটা দিন যে সময় প্রতিটি মুহূর্তে এ রকম ভাবে গলাটা টিপে ধরেছে বলে মনে হবে না।

ইলা

সে কি রকম দিন চাও ?

ইলুশা

কি রকম কি করে বলব ? তবে আমার সব কিছুই অপরে ভেবে রাখবে, সব কিছুই অপরে করে রাখবে এ চাই না। কি চাই জান ? একটা মেসিনের স্ক্রু হতে চাই। আমার ওপর যেমন অপরে নির্ভর করবে আমিও তেমনি অপরের ওপর নির্ভর করব পথের ধারে হীরার টুকরো হয়েও পড়ে থাকতে রাজি নই।

ইলেকট্রা

আমরা ভেবেছিলাম দাসত্ব করে আমরাই জীবনটা নষ্ট করেছি। যে রকম বলছ তোমরাও চরম কষ্ট ভোগ করছ। আমরা তবু দুঃখের মধ্যে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতাম।

তোমাদের কোম উপায় নেই? তোমাদের জীবনে কোন আশা নেই?

ইলুশা

আশা আর ভয় এই দুটো জিনিসই আধুনিক জীবন থেকে সবলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই জন্যই আমাদের জীবন আজ এত পাণ্ডুর। আর এক উপায় আছে,—ইচ্ছা করে, লাফ দিয়ে, হাত পা ভাঙা। কয়েকদিন বেশ যন্ত্রনা ভোগ করা যাবে! আবার তাও যদি জানতে পারে ইচ্ছা করে ভেঙেছি তাহলে আবার শাস্তি হবে।

ইরিশ

আমার দুটো পুতুল আছে। একটার নাম ছেলে, একটার নাম মেয়ে।

ইরা

আমারো দুটো পুতুল ছিল। তাদেরও ঐ নাম রেখে-ছিলাম।

ইরিন

পুতুল কী জিনিস?

ইরিশ

পুতুল পরে দেখো। চল, বাগানে কি রকম ফুল ফুটেছে দেখ। চল বাগানে ঘুরে আসি।

ইরা

তোমাদের বাগানে তারা পড়ে? আমি তারা কুড়িয়ে আনব।

ইরিন

চল। বাগানেই ঘুরে আসি।

মিলেস্তাঁ, ইলুশা, ইরিশ, তিনজনেই উঠে বসল। তিনজনেই নিজেদের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ঘরে কেউই নেই। রাত তখন গভীর। তিনজনেই আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।